ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৮**

মূল শিখনীয় বিষয়

সামাজিক বিজ্ঞানে সাধারণত অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানে- সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, জনসংখ্যা ও বাংলাদেশের দুর্যোগসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অষ্টম, নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানগুলোতেও সাতটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো বলতে সামাজিক বিজ্ঞানের যে যে বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাদের অবস্থান ও সমষ্টিকে বোঝানো হয়ে থাকে।

আবার পাঠ পরিসর বলতে মূলত পাঠের বিস্তৃতিকে বোঝায়। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠে যে যে ক্ষেত্রের বিষয়বস্তু যৌক্তিক বিন্যাসের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে সেগুলোকে ঐ পাঠের পরিসর হিসেবে বোঝানো হয়। এতে পাঠ্যপুস্তকে পাঠ উপস্থাপনে আরোহী ও অবরোহী, মূর্ত থেকে বিমূর্ত এবং পুনরায় বিমূর্ত থেকে মূর্ত প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বিষয় কাঠামো ও পাঠ পরিসরের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিষয় কাঠামো অধিক বিস্তৃত ধারণা পক্ষান্তরে, পাঠ পরিসর বিষয় কাঠামোর তুলনায় সীমাবদ্ধ ধারণা।

সামাজিক বিজ্ঞান একটি সমন্বিত বিজ্ঞান। নির্দিষ্ট শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় এবং বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অনুপাতে হতে পারে। সাধারণত একটি দেশের এবং শিক্ষার্থীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনোবৈজ্ঞানিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও পরিপক্বতার নিরিখে শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ পরিসর নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠ পরিসরের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু কিছু দুর্বলতা পরিলক্ষিত হতে পারে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ পরিসরেও কিছুসংখ্যক দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। দুর্বলতাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের জন্য সমানভাবে বইয়ের পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়নি। ইতিহাসের জন্য ৩৪.৬২% মুদ্রিত পৃষ্ঠা বরাদ্দ হলেও অর্থনীতির জন্য মাত্র ৬.৭৩% এবং পৌরনীতির জন্যও ৬.৭৩% পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- সমাজ বিজ্ঞানের পর ইতিহাস, তারপর পৌরনীতি, তারপর ভূগোল এরপর বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ, অতঃপর বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং সর্বশেষ অর্থনীতির বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহজ হতো।
- সপ্তম, অষ্টম, নবম-দশম শ্রেণিতে পাঠের বিষয়বস্তুর পরিসর বিবেচনায় দেখা যায় যে, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাঠ পরিসর অধিক বিস্তৃত এবং

পাঠ্য বইয়ে মুদ্রিত পৃষ্ঠা বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং অর্থনীতি, জনসংখ্যা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবহেলিত রয়ে গেছে।

- জনসংখ্যাকে সর্বত্র সমস্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কীভাবে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যায় সে সম্পর্কে ভালোভাবে উল্লেখ করা হয় নি। অন্যদিকে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক তৎপরতার প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। ফলে শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ হয়ে উঠতে পারে একঘেয়েমিপূর্ণ, অজনপ্রিয়, নীরস।

পাঠ পরিসরের ব্যাপ্তি, উপস্থাপনা, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণমুখিনতা প্রভৃতি শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পাঠের পরিসরে যেসব বিষয় বিদ্যমান থাকলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হতে পারে সেগুলো হলো–

- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতমুখী।
- বিশ্লেষণমুখী।
- শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণমূলক।
- জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনমুখী।
- স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সমাধানমুখী।
- অনুসন্ধিৎসু ও মুক্তচিন্তার বিকাশমুখী।
- রাষ্ট্রীয়, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, দর্শন, আদর্শ ও দেশপ্রেমমুখী।
- সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের প্রতি সহনশীল।
- আত্ম-কর্মসংস্থান ও জীবনমুখী।
- সহজ থেকে জটিল এবং জটিল থেকে জটিলতর।
- মূর্ত থেকে বিমূর্ত এবং বিমূর্ত থেকে মূর্ত।

পাঠ পরিসর ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের সম্পর্ক

- বাংলাদেশে ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানের কাঠামোতে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, জনসংখ্যা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। এ সকল বিষয়ের পাঠ পরিসরের যৌক্তিক, নিয়মতান্ত্রিক, সুবিন্যস্ত উপস্থাপন শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়ক।
- শিক্ষাক্রমের কাঠামোতে পাঠ পরিসর এমনভাবে নির্ণীত হবে যার মধ্যে তত্ত্বগত/পুঁথিগত জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক ও বিশ্লেষণমুখী তৎপরতা অন্তর্ভুক্ত হবে। কাঠামোতে প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সমানভাবে গুরুত্ব প্রদান করলে শিক্ষার মানে দুর্বলতার ছাপ পড়বে না।

- পাঠ পরিসরের যৌক্তিক উপস্থাপনে শিক্ষার্থীরা শ্রম ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। তাদের মাঝে নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, দেশ, জাতি, জনগণ, সমাজ, সভ্যতা, কৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়।
- উপযুক্ত পাঠ পরিসর শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনে। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটায়। তারা স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয় এবং তা সমাধানের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে।
- সুবিন্যস্ত পাঠ পরিসরের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের অন্য দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের প্রতি সহনশীল করে। তাদের মাঝে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের উদার মনোভাব সৃষ্টি করে।
- উল্লেখিত বিষয়গুলো পাঠ পরিসরে অন্তর্ভুক্ত হলে পাঠের মানোন্নয়ন ঘটবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।
- উপর্যুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্যসমূহ যেন শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে সেদিকে আমাদের সচেতন ও সযত্ন প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে

মূল্যায়ন

১। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কাঠামো ও পরিসর বলতে কী বোঝায়?

২। ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ পরিসরের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করুন।

৩। পাঠ পরিসরের সাথে শিক্ষার মানোন্নয়নের সম্পর্ক নিরূপণ করুন।

৪। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে এমন ৮টি দিক উল্লেখ করুন। পাঠ পরিসরে কোন দিকগুলো বিদ্যমান থাকা দরকার বলে মনে হয়?

সম্ভাব্য উত্তরঃ আসুন নিজে করি এবং প্রয়োজনে টিউটরের সহায়তা নেই।

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৯**

ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিকাশমান ও যৌক্তিক বিন্যাস চিহ্নিতকরণ

ভূমিকা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের প্রথম সোপানটি হলো ৬ষ্ঠ শ্রেণি। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞান নামক একটি পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। এ পাঠ্যপুস্তকটিতে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বলিত মুদ্রিত পৃষ্ঠার পরিমাণ হলো- ১০৪। ২০০০ সালে উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুস্তকটি সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পুস্তকটিতে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান অধিবেশনে পুস্তকটিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর বিকাশমান ও যৌক্তিক বিন্যাস চিহ্নিতকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের নাম শনাক্ত করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের বিষয়বস্তুর বিকাশমান বিন্যাস পর্যালোচনা করতে ও দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে পারবেন।
- বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাসের ধনাত্মক দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস চিহ্নিতকরণের পথ ও পদ্ধতি নির্ণয় করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের নাম শনাক্তকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান নামক পাঠ্যপুস্তকটিতে মোট ৭টি বিষয়ের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো– (ক) সমাজবিজ্ঞান, (খ) ইতিহাস, (গ) পৌরনীতি, (ঘ) অর্থনীতি, (ঙ) ভূগোল, (চ) জনসংখ্যা শিক্ষা ও (ছ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশ বা মহাদেশের মানচিত্র দেখলে এটিকে ভূগোলের বিষয়বস্তু হিসেবে শনাক্ত করা যেতে পারে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচে কতকগুলো ছবির বিবরণ দেওয়া হলো। বিবরণ থেকে আপনারা সংগতিপূর্ণ বিষয়ের নাম উল্লেখ করুন।

কাজ- ১

ছবির বিবরণ	সংগতিপূর্ণ বিষয়
বাংলাদেশের নদ-নদীর ছবি	
জলোচ্ছ্বাসের ছবি	
বাল্যবিবাহের ছবি	
উৎপাদনের ছবি	
ভোটদানের ছবি	
প্রাচীন বাংলাদেশের জনপদের ছবি	
মসজিদ ও মন্দিরের ছবি	

ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানে ৭টি বিষয়ের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তুর তালিকা দেওয়া হলো। আপনি অন্যান্য বিষয়গুলোর বিষয়বস্তুর তালিকা প্রস্তুত করুন।

কাজ- ২

ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর তালিকা

সমাজ বিজ্ঞান	ইতিহাস	পৌরনীতি	অর্থনীতি	ভূগোল	জনসংখ্যা	প্রাকৃতিক দুর্যোগ
মানুষ ও সমাজ, মানব সমাজের বিবর্তন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি, সভ্যতার উত্তরণ						

পর্ব- খঃ সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের বিষয়বস্তুর বিকাশমান বিন্যাস পর্যালোচনা ও দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণ

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানে ৭টি বিষয়ের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এ সাতটি বিষয় ছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানে আরও বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। যেমন– নৃতত্ত্ব, দর্শন, শিক্ষা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ব্যতীত সামাজিক বিজ্ঞানের আর কয়েকটি বিষয়ের নাম লিখুন–

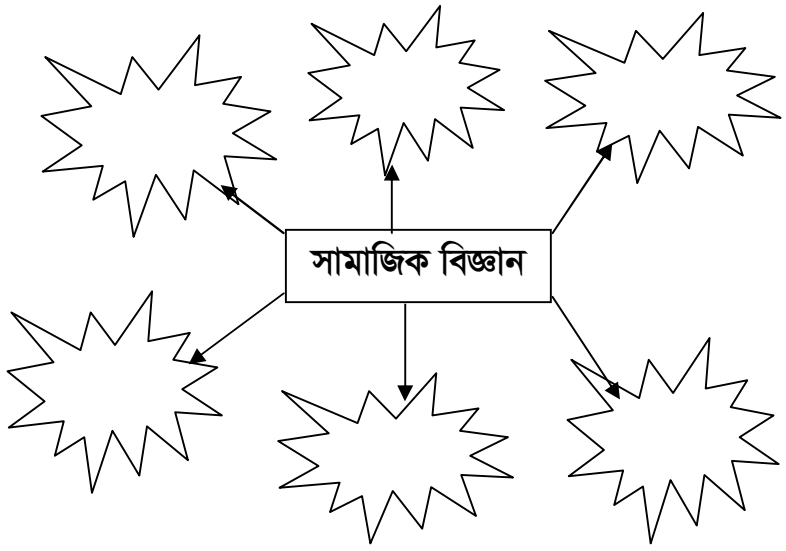

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের বিষয়বস্তুর বিকাশমান বিন্যাস পর্যালোচনা করলে এর অনেকগুলো সবল দিক দেখা যায়। আবার কিছু কিছু দুর্বলতাও লক্ষ করা যায়। শিক্ষার্থীগণ সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের বিষয়বস্তুর বিকাশমান বিন্যাসের কয়েকটি সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে লিখুন। একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে-

সবল দিক	**দুর্বল দিক**
১. পঞ্চম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর চেয়ে উন্নততর তবে স্বাভাবিকভাবেই সপ্তম শ্রেণির তুলনায় স্বল্প পরিসরভিত্তিক।	১. পুরনো বিষয়গুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ, নতুন কোনো বিষয় নেই, যদিও বিষয়বস্তু নতুন।
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

পর্ব- গঃ বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস না থাকলে শিক্ষার্থীদের মাঝে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সমাজের ধারণা জানা নেই এমন একটি শ্রেণিতে রাষ্ট্র সম্পর্কে পড়ানো হলে অথবা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার ধারণা জানা নেই এমন একটি শ্রেণিতে আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি পড়ানো হলে কী ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। অন্যান্য উত্তর আপনারা নিচের ছকে লিখুন।

১. একজন শিক্ষার্থী	১. বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে।
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা–

- সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা বুঝতে পারে না।
- বিষয়বস্তু বুঝতে পারে না।
- পাঠে অমনোযোগী হয়ে পড়ে প্রভৃতি।

পর্ব- ঘঃ বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাসের ধনাত্মক দিকসমূহ নির্ণয়করণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণকে সহজ করে তোলে। শিক্ষা গ্রহণ আনন্দদায়ক ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। শিক্ষকের শিক্ষাদান হয়ে ওঠে সাফল্যমণ্ডিত। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।

পর্ব- ঙঃ বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস চিহ্নিতকরণের পথ ও পদ্ধতি নির্ণয়করণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস চিহ্নিতকরণের অনেকগুলো পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুগণ নিম্নে অনেকগুলো বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, যেটি ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিকাশমান ও যৌক্তিক বিন্যাস চিহ্নিতকরণে সঠিক সেটিতে টিক চিহ্ন (✓) দিন এবং যেটি সঠিক নয় সেটিতে ক্রস চিহ্ন (×) দিন। দুটি উত্তর উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হলো-

বিবৃতি	টিক চিহ্ন (✓) দিন	ক্রস চিহ্ন (×) দিন
পরিকল্পিতভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিসর নির্বাচন।		×
বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্তকরণ।		
পাঠ্য বিষয়ের মৌলিক কাঠামো, ধারণা ও নীতি সম্পর্ক বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্তকরণ।		
বিষয়বস্তুর সুবিন্যাসিত সোপান তৈরিকরণ।	✓	
শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে বিষয়বস্তু নির্বাচন।		
জানা বিষয়ের পর অজানা বিষয়ের বিন্যাসকরণ।		
সহজ বিষয়ের পর জটিল বিষয়ের বিন্যাসকরণ।		
পারিপার্শ্বিক বিষয়বস্তুর পর দূরের বিষয়বস্তু উপস্থাপন।		
বিষয়সমূহের মধ্যে মুদ্রিত পৃষ্ঠা বরাদ্দকরণে সমতা নিশ্চিতকরণ।		
বিভিন্ন বিষয়ের শিখনফল চিহ্নিতকরণ।		
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ধারণাগুলো সংজ্ঞায়িতকরণ।		
লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ।		

বিবৃতি	টিক চিহ্ন (✓) দিন	ক্রস চিহ্ন (×) দিন
কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।		
সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় বিষয়বস্তু উপস্থাপন।		
পূর্ববর্তী শ্রেণির তুলনায় শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ।		
বিষয়বস্তু নির্বাচনে সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ।		
শিক্ষার্থীর বয়স, যোগ্যতা ও অভিরুচির সঙ্গে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যকরণ।		
কর্মমুখী বিষয়বস্তু সংযুক্তকরণ।		
বিষয়বস্তু নির্বাচনে নমনীয় নীতি অনুসরণ।		
দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতা বোধে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ।		
ছবি, মানচিত্র, চার্ট, লেখচিত্র, সারণি প্রভৃতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।		

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ৯**

মূল শিখনীয় বিষয়

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের প্রথম শ্রেণিটি হলো ষষ্ঠ শ্রেণি। ষষ্ঠ শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞান নামক পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন বিষয়ে মুদ্রিত পৃষ্ঠার পরিমাণ হলো– ১০৪। বাংলাদেশের উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিফলনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী, যুগোপযোগী করার জন্য পুস্তকটিতে তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এতে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর ওপর জ্ঞান, অনুভূতি ও আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের নাম শনাক্তকরণ

ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান নামক পাঠ্যপুস্তকটিতে মোট চৌদ্দটি অধ্যায় রয়েছে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পুস্তকটিতে মোট সাতটি বিষয়ের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো- (ক) সমাজবিজ্ঞান, (খ) ইতিহাস, (গ) পৌরনীতি, (ঘ) অর্থনীতি, (ঙ) ভূগোল, (চ) জনসংখ্যা ও (ছ) প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ।

বাংলাদেশের নদ নদীর ছবি দেখলে এটিকে ভূগোল বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ বিষয় হিসেবে ধারণা করা যেতে পারে। জলোচ্ছ্বাসের ছবি দেখলে ছবিটিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নামক বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ বলে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। আবার বাল্যবিবাহের ছবির সাথে জনসংখ্যা সমস্যার, ভোটদানের ছবির সাথে পৌরনীতির, প্রাচীন বাংলাদেশের ছবির সাথে ইতিহাস-এর এবং মসজিদ ও মন্দিরের ছবির সাথে সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান নামক পাঠ্যপুস্তকে সাতটি বিষয় রয়েছে। নিম্নে এসকল বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক তালিকা দেওয়া হলো–

ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিষয়ভিত্তিক তালিকা

সমাজ বিজ্ঞান	ইতিহাস	পৌরনীতি	অর্থনীতি	ভূগোল	জনসংখ্যা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
মানুষ ও সমাজ; মানব সমাজের বিবর্তন; সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি; সভ্যতার উত্তরণ	প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপ-মহাদেশ; সিন্ধু সভ্যতা; আর্যদের আগমন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব; মৌর্য সাম্রাজ্য; গুপ্ত সাম্রাজ্য গুপ্ত পরবর্তী যুগ; প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ; আদি মানব সংস্কৃতি– প্রাচীন জনপদ– আর্যদের আগমন; বাংলায় মৌর্য ও গুপ্ত শাসন; গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও শশাঙ্ক পরবর্তী যুগ; বাংলায় পাল শাসন: গোপাল– ধর্মপাল– দেবপাল– প্রথম মহীপাল ও রামপাল; দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেব ও চন্দ্র বংশ; বাংলায় সেন শাসন ও মুসলমানদের আগমন; প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড;	পৌরনীতির পরিচয় ও বিষয়বস্তু নির্বাচন	মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা; অর্থনীতির দুইটি মৌল বিষয় অভাব ও উপযোগ	মহাদেশ; এশিয়া মহাদেশ; দক্ষিণ এশিয়া; বাংলাদেশ	পৃথিবী ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের বিষয়বস্তুর বিকাশমান বিন্যাস ও দুর্বলতা

ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নামক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও আরও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয় রয়েছে। বিষয়গুলো হলো– নৃবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সামাজিক ইতিহাস, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, সমাজ কল্যাণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোক প্রশাসন, দণ্ড বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, দর্শন, আচরণিক বিজ্ঞান, আইন শাস্ত্র, শিক্ষা প্রভৃতি।

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের বিষয়বস্তুর বিকাশমান বিন্যাস পর্যালোচনা করলে এর অনেকগুলো সবল দিক দেখা যায়। তবে কিছু কিছু দুর্বলতাও পরিলক্ষিত হয়। সবল দিকগুলো হলো–

- প্রাথমিক স্তরের চেয়ে উন্নততর এবং নিম্ন মাধ্যমিকের অন্যান্য শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়ের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।
- মানচিত্র, ছবি, পরিসংখ্যান, সারণি, ছক, খ্রিষ্টাব্দ প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে।
- ভাষা শিক্ষার্থীদের বয়সানুযায়ী বোধগম্য।
- অনেক ক্ষেত্রেই মূর্ত থেকে বিমূর্ত এবং সহজ থেকে জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, অনুভূতি ও আচরণে পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম।

- বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার উপযোগী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিখনফলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীরা দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তন ও অগ্রগতির ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে, সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন করবে।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে।
- শিক্ষার্থীদের উচ্চতর জ্ঞান আহরণের ভিত সৃষ্টি হবে।
- পুস্তকটির প্রচ্ছদে সামাজিক বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট ছবি দেওয়া হয়েছে।

দুর্বলতাগুলো হলো–

- পুস্তকটি সামাজিক বিজ্ঞান হলেও কোথাও সামাজিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা বা ধারণা এবং এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই।
- সামাজিক বিজ্ঞানে নৃতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।
- বিষয়সমূহের বিন্যাসে সমাজবিজ্ঞানের পর ইতিহাস, তারপর পৌরনীতি, তারপর ভূগোল এরপর বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ, অতঃপর বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং সর্বশেষ অর্থনীতির বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হলে তা সঠিক হতো বলে ধারণা করা হয়।
- বিষয়বস্তুর বিকাশে ইতিহাসের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত রয়েছে। মুদ্রিত পৃষ্ঠার ৩৪.৬২% ইতিহাসের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থনীতি ও পৌরনীতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে ৬.৭৩% হারে মুদ্রিত পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয় বিকাশ হয়নি বলা চলে। বিষয়সমূহের গুরুত্বের দিক থেকে পরিসরগত সমতা রক্ষা করা হয়নি।
- ইতিহাসে প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ আলোচনায় না এনে শুধু প্রাচীন যুগের বাংলাদেশ আলোচনায় আনলেই শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর ভার লাঘব হতো এবং নিজেদের দেশের ইতিহাস জানতে এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তা যথেষ্ট ছিল বলে ধারণা করা যায়।
- অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনার পূর্বেই প্রাচীনকালে কীভাবে মানুষের মাঝে অভাবের ধারণা সৃষ্টি হয় এবং তারপর মানুষের অভাব পূরণের জন্য উপযোগের প্রয়োজন হয় আর তারপরই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করা হয়।

- পৌরনীতির বিষয়বস্তু জানার পর হঠাৎ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা মাঝখানে বড় শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। এতে বিষয়বস্তুর বিন্যাস সঠিক হয়নি বলে মনে করা হয়।
- জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কোনো পথ পুস্তকটিতে উল্লেখ করা হয় নি।
- এতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের আলোচনা পরিলক্ষিত হয় নি।
- বক্তৃতা ও শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়, শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ রাখা হয় নি, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির ব্যবহার উপেক্ষিত হয়েছে।

বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস না থাকলে শিক্ষার্থীদের মাঝে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। শ্রেণিতে শিক্ষা চলাকালীন সময় দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীরা–

- বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমায়।
- বাহিরে তাকিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে।
- নিজেদের মধ্যে খেলা নিয়ে আলোচনা করে।
- ব্যক্তিগত কোনো কাজ করে।
- গল্পের বই পড়ে।
- শিক্ষকের উপস্থাপনা মনোযোগ দিয়ে শোনে না, আবার শুনলেও বুঝতে পারে না প্রভৃতি।

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে,

- সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং মানব সমাজের উন্নয়ন ও উন্নয়নের ঐতিহাসিক পটভূমি/প্রেক্ষাপট, গতিধারা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না।
- সহজ থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, জানা থেকে অজানাতে বিষয়বস্তুর বিন্যাস না থাকায় শিক্ষার্থীরা কিছুই বুঝতে পারে না।
- সুবিন্যস্ত বিষয়বস্তু শ্রেণিতে উপস্থাপন না করার ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু বুঝতে পারে না, পাঠ গ্রহণে তাদের মাঝে অনীহা সৃষ্টি হয়, তারা অমনোযোগী হয়, যেনতেনভাবে পাঠ গ্রহণের সময় অতিক্রম করার চেষ্টা করে, কোনো প্রকারে মুখস্থ নির্ভর হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেয়। শিক্ষাগ্রহণ হয়ে ওঠে সার্টিফিকেটসর্বস্ব।
- শিক্ষার মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে শিক্ষার্থীগণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ না হয়ে বরং বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়।

- পাঠে আগ্রহ হারিয়ে অনেক শিক্ষার্থী অকালে ঝরে পড়ে।

উপরোল্লিখিত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যৌক্তিক বিন্যাস–

- শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু বুঝতে সহায়তা করে।
- শিক্ষকের শিখন কাজকে সহজ করে তোলে।
- শিক্ষার্থীগণ সহজ বিষয়বস্তুর পর জটিল বিষয়বস্তু বুঝতে পারে।
- শিক্ষার্থীগণ পাঠ গ্রহণে উৎসাহিত হয় ও আনন্দ পায়।
- শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
- শিখনের পরিবেশ উন্নত হয়।
- শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- শিক্ষার্থীগণ দেশের সম্পদে পরিণত হয় এবং সমাজ, জাতি ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

এতদ্ব্যতীত বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাসের নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে:

- বাংলাদেশের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স হয়ে থাকে সাধারণত ১১-১২ বছর। এটি হলো তাদের শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণের সময়। শিক্ষার্থীগণ এসময়ে নিজের পরিবার, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পদার্পণ করে। তাদের মাঝে পাঠদানকে বৈচিত্র্যময়, আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- বাংলাদেশের ব্যাপক দারিদ্র্য পরিস্থিতির কারণে অনেক শিক্ষার্থী ষষ্ঠ শ্রেণির পর ঝরে যেতে পারে। ঝরে যাওয়ার পর প্রায় সবাই শ্রম বাজারে প্রবেশ করবে। এদের মধ্যে দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। আবার অন্যদিকে কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সঞ্চারণ ঘটাতে হবে যাতে তারা জ্ঞাননির্ভর, সক্রিয় ও কর্মমুখী হতে পারে। এজন্য প্রয়োজন বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস।
- শিক্ষার্থীদের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের ধারণা, অভিজ্ঞতা, কল্পনা শক্তিকে গুরুত্ব প্রদান করে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদেরকে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে অংশগ্রহণে সক্ষম করে গড়ে তোলা যেতে পারে।

বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস চিহ্নিতকরণের পথ ও পদ্ধতি

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস চিহ্নিত করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সুবিন্যাসিত সোপান তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, যোগ্যতা ও অভিরুচির সঙ্গে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী শ্রেণির তুলনায় শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণে সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে বিষয়বস্তু নির্বাচনের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। জানা বিষয়ের পর অজানা বিষয়ের, সহজ বিষয়ের পর জটিল বিষয়ের, মূর্ত বিষয়ের পর বিমূর্ত বিষয়ের, পারিপার্শ্বিক বিষয়বস্তুর পর দূরের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। সামাজিক বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে মুদ্রিত পৃষ্ঠা বরাদ্দকরণে সমতা নিশ্চিত করতে হবে প্রভৃতি।

মূল্যায়ন

১. ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? এসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন—তা লিখুন।

২. আপনার মতে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের বিষয়বস্তুর বিন্যাসের দুর্বলতাসমূহ বিবৃত করুন।

৩. "বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাস শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণকে সহজ, আনন্দদায়ক, বৈচিত্রময় করে তোলে এবং শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস পায়"—ব্যাখ্যা করুন।

৪. "ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিকাশে ইতিহাসের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত রয়েছে"—এ সম্পর্কে যুক্তিসহ আপনার বক্তব্য বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ নিজে নিজে চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে মূল শিখনীয় বিষয় ও টিউটরের সহায়তা নিন।

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ১০**

বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা মোকাবেলা ও সামাজিক প্রেক্ষিত-এর ওপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তুর শ্রেণিকরণ

ভূমিকা

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে সামাজিক বিজ্ঞান বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– (ক) নিম্ন মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি) ও (খ) মাধ্যমিক স্তর (নবম থেকে দশম শ্রেণি)। মাধ্যমিক 'শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণিতে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণের কিছু কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যাবলি রয়েছে। এ সকল উদ্দেশ্যাবলির আলোকে সামাজিক বিজ্ঞানের শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যসূচি ও বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের ভিত্তিতে বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সমাজ, জাতি ও দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ ও পরিবর্তনকে বিবেচনায় রেখে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে থাকে। বর্তমান অধিবেশনে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা মোকাবেলা এবং সামাজিক প্রেক্ষিত-এর ওপর ভিত্তি করে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিন্যাসের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতিমালা নির্ণয় করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের নির্ণায়কসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতের ওপর ভিত্তি করে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস করতে সক্ষম হবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতিমালা নির্ণয়করণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, যে কোনো বিষয়ের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একথাটি প্রযোজ্য। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক জগত ও সমাজের সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সামাজিক পরিবর্তন, শিক্ষার্থীদের পারিপার্শ্বিক ও বাইরের জগতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অবস্থাকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসকল নীতিমালার প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌরনীতি, ভূগোল, অর্থনীতি, পৃথিবী ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নামক বিষয়সমূহের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসকল বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর ও সমাজের চাহিদা, ভবিষ্যৎ জীবনে বৃত্তি নির্বাচনমুখী প্রবণতা প্রভৃতির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বিষয়বস্তু নির্বাচনের কয়েকটি নীতিমালা নিম্নের ছকে লিখুন–

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

পর্ব- খঃ সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের নির্ণায়কসমূহ নির্ণয়করণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান-এর শিক্ষাক্রম সাধারণত স্তরভিত্তিক হিসেবে প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিশেষ উদ্দেশ্য। প্রতিটি শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সাতটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। তন্মধ্যে ছয়টি সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। সপ্তম উদ্দেশ্যটিতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের ওপর নির্ভর করেই শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পঁচিশটি শিখনফল রয়েছে। এ শিখনফলগুলো বিভিন্ন ডোমেইনের অন্তর্ভুক্ত। দেখা যাচ্ছে যে, ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পঁচিশটি শিখনফলের অধিকাংশই

জ্ঞানমূলক ডোমেইনভুক্ত। এতে মূলত সমাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এসকল জ্ঞানমূলক ডোমেইনের ওপর ভিত্তি করেই শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সংগঠন এবং সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। অন্যদিকে শিখনফলকে কেন্দ্র করেই সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, শিখনফলে যেসব ফলাফল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয় তার আঙ্গিকেই বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। এসকল বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করেই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি নির্ণায়কের নাম নিম্নে লিখুন। চারটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. বিষয়বস্তু হবে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যসমূহের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজনের সাথে সংগতিপূর্ণ।
২. বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের নিরিখে বিষয়বস্তু নির্ণয়করণ।
৩. শিখনফলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়বস্তু নির্ধারণ।
৪. নির্ধারিত বিষয়বস্তু চয়ন/রচনাকরণ।
৫.
৬.
৭.

পর্ব- গঃ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিতের ওপর ভিত্তি করে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিন্যাসকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, মানব সমাজে নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে যেমন- সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভৃতি সমস্যা। যে সকল সমস্যার সমাধান বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে করা যায় সেগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা বলে। সামাজিক বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শিক্ষার্থীকে বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মানব সমাজের বিবর্তন নামক ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর থেকে তাদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এর ফলে মানুষের জীবন, জীবিকা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতিতে যে উন্নয়ন ঘটেছে সে সকল ধারণা প্রদান করেছে। এসকল বিষয়ের শিখনফল শিক্ষার্থীকে বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলবে।

আবার সামাজিক প্রেক্ষিত বলতে সামাজিক উদ্যোগ, সামাজিক পরিবেশ, পরিস্থিতি, সমস্যা, প্রয়োজন প্রভৃতির সমন্বিত বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ষষ্ঠ শ্রেণির

সামাজিক বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ের মানুষ ও সমাজ এর বিষয়বস্তুতে সমাজের মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার প্রয়োজনীয়তা, এসকল প্রয়োজনীয়তা থেকে সমাজ গঠনের চাহিদা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া কলকারখানা স্থাপনে, ব্যবসা বাণিজ্য শুরুকরণে, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবর্তনে এবং এগুলোতে মানুষ ও সমাজের মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়বস্তু সার্বিকভাবে সামাজিক নানাবিধ সমস্যা সমাধানে ও সমাজের অগ্রসরতার গতিকে ত্বরান্বিত করতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করা যায়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নে প্রদত্ত ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তুর তালিকা থেকে যেটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিত তা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিতের ঘরে এবং যেটি সামাজিক প্রেক্ষিত তা সামাজিক প্রেক্ষিতের ঘরে লিখুন। দু'টি উদাহরণ দেওয়া হলো–

ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তুর তালিকা

বিষয়বস্তুর নাম	বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিত	সামাজিক
মানুষ ও সমাজ, মানব সমাজের বিবর্তন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি, সভ্যতার উত্তরণ, প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ, সিন্ধু সভ্যতা, আর্যদের আগমন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব, মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, গুপ্ত-পরবর্তী যুগ, প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ, আদি মানব সংস্কৃতি–প্রাচীন জনপদ–আর্যদের আগমন, বাংলায় মৌর্য ও গুপ্ত শাসন, গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও শশাঙ্ক পরবর্তী যুগ, বাংলায় পাল শাসন: গোপাল–ধর্মপাল– দেবপাল– প্রথম মহীপাল ও রামপাল, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেব ও চন্দ্র বংশ, বাংলায় সেন শাসন– মুসলমানদের আগমন, প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, পৌরনীতির পরিচয় ও বিষয়বস্তু, নির্বাচন, মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, অর্থনীতির দুইটি মৌল বিষয় অভাব ও উপযোগ, মহাদেশ, এশিয়া মহাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া, বাংলাদেশ, পৃথিবী ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ।	মানব সমাজের বিবর্তন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি,	মানুষ ও সমাজ, প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ,

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ১০**

মূল শিখনীয় বিষয়
সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতিমালা

বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মতো সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুও নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা রয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর ইতোপূর্বে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনায় রেখে তার পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক জগত ও সমাজের সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক প্রভৃতি অবস্থাকে বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিম্নে বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতিমালাসমূহ বর্ণনা করা হলো:

- শিক্ষার্থীর বয়স, অভিজ্ঞতা, মনস্তাত্ত্বিক পরিপক্বতা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়।
- শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হয়।
- বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে।
- পাঠ্য বিষয়ের মৌলিক কাঠামো, ধারণা, নীতি ও সম্পর্ক যেন বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়।
- শিক্ষার্থীর জীবিকা অর্জনের উপযোগী ও কর্মমুখী বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।
- বিষয়বস্তুতে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজের স্বার্থের সমন্বয় ঘটবে।
- শিক্ষার্থীদের আদর্শ নাগরিক ও সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপনে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।
- দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবনে উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচন উপযোগী বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- সমাজের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।
- বিষয়বস্তু নির্বাচনে নমনীয় নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- বিষয়বস্তুর জ্ঞান যেন বিচ্ছিন্ন মনে না হয়।
- বিষয়বস্তুর পরিসর যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়।
- শিক্ষার্থীর অবসর সময় যেন গঠনমূলক ও আনন্দদায়ক হয়।
- বিষয়বস্তুতে যেন জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ ঘটে।

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের নির্ণায়ক

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম সাধারণত স্তরভিত্তিক হিসেবে প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিশেষ উদ্দেশ্য। প্রতিটি শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সাতটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। তন্মধ্যে ছয়টি সামাজিক বিজ্ঞানের ছয়টি ক্ষেত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। সপ্তম উদ্দেশ্যটিতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের ওপর নির্ভর করেই শিখন ফল নির্ধারণ করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পঁচিশটি শিখনফল রয়েছে। এ শিখনফলগুলো বিভিন্ন ডোমেইনের অন্তর্ভুক্ত। দেখা যাচ্ছে যে, ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পঁচিশটি শিখনফলের অধিকাংশই জ্ঞানমূলক ডোমেইনভুক্ত। এতে মূলত সমাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এসকল জ্ঞানমূলক ডোমেইনের ওপর ভিত্তি করেই শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সংগঠন এবং সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। অন্যদিকে শিখনফলকে কেন্দ্র করেই সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, শিখনফলে যেসব ফলাফল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয় তার আঙ্গিকেই বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। এসকল বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করেই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়।

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছুসংখ্যক নির্ণায়কের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. বিষয়বস্তু হবে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যসমূহের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
২. বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের নিরিখে বিষয়বস্তু নির্ণয়করণ।
৩. শিখনফলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়বস্তু নির্ধারণ।
৪. নির্ধারিত বিষয়বস্তু চয়ন/রচনাকরণ।
৫. বিষয়বস্তুর যথার্থতা ও গুরুত্ব।
৬. সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যতা।
৭. বিষয়বস্তুর প্রসার ও গভীরতার মধ্যে ভারসাম্য।
৮. ব্যাপক উদ্দেশ্য অর্জনের বিধান।
৯. শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শিখনযোগ্যতা ও অভিযোজ্যতা।
১০. শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা অনুসারে বিষয়বস্তুর উপযুক্ততা।
১১. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শ্রেণির বিষয়বস্তুর যৌক্তিক বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা।

বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিতের ওপর ভিত্তি করে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস

মানব সমাজে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিকসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। যে সকল সমস্যার সমাধান বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে করা যায় সেগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা বলে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পঠন-পাঠনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান নামক পাঠ্যপুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে মানব সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে মানব সমাজের বিবর্তনের ধারাকে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক নির্ণায়কের ভিত্তিতে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো– (ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগ, (খ) মধ্যপ্রস্তর যুগ ও (গ) নব্যপ্রস্তর যুগ। এসকল যুগে মানব সমাজে যে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন, জীবিকা, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এসকল বিষয়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে অর্জিত শিখনফল একজন শিক্ষার্থীকে বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলে।

অন্যদিকে সামাজিক প্রেক্ষিত বলতে সামাজিক উদ্যোগ, সামাজিক পরিবেশ, পরিস্থিতি, সমস্যা, প্রয়োজন প্রভৃতির সমন্বিত বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ের মানুষ ও সমাজ এর বিষয়বস্তুতে মানব সমাজ গঠনের যৌক্তিকতা, মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, এ সম্পর্কের বহুমুখিতা, উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের শুরু, কলকারখানা স্থাপন, আদি সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়ে একজন শিক্ষার্থী নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে, সমাজের গতিময়তা সম্পর্কে বুঝতে পারবে এবং সামাজিক উন্নয়নকে দ্রুততর করতে পারবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিতের ওপর ভিত্তি করে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপভাবে করা যেতে পারে:

বিষয়বস্তুর নাম	বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিত	সামাজিক প্রেক্ষিত
মানুষ ও সমাজ, মানব সমাজের বিবর্তন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি, সভ্যতার উত্তরণ, প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ, সিন্ধু সভ্যতা, আর্যদের আগমন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব, মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, গুপ্ত-পরবর্তী যুগ প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ, আদি মানব সংস্কৃতি– প্রাচীন জনপদ– আর্যদের আগমন, বাংলায় মৌর্য ও গুপ্ত শাসন, গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও শশাঙ্ক পরবর্তী	মানব সমাজের বিবর্তন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচিতি, সভ্যতার উত্তরণ, সিন্ধু সভ্যতা, আর্যদের আগমন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব, পৌরনীতির পরিচয় ও বিষয়বস্তু, নির্বাচন,	মানুষ ও সমাজ, প্রাচীন যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ, মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, গুপ্ত পরবর্তী যুগ, প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ, আদি মানব সংস্কৃতি- প্রাচীন জনপথ- আর্যদের আগমন,

বিষয়বস্তুর নাম	বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিত	সামাজিক প্রেক্ষিত
যুগ, বাংলায় পাল শাসন: গোপাল– ধর্মপাল– দেবপাল– প্রথম মহীপাল ও রামপাল, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেব ও চন্দ্র বংশ, বাংলায় সেন শাসন-মুসলমানদের আগমন, প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, পৌরনীতির পরিচয় ও বিষয়বস্তু নির্বাচন, মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, অর্থনীতির দুইটি মৌল বিষয় অভাব ও উপযোগ, মহাদেশ, এশিয়া মহাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া, বাংলাদেশ, পৃথিবী ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ।	মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, অর্থনীতির দুইটি মৌল বিষয়–অভাব ও উপযোগ, পৃথিবী ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ, প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।	বাংলায় মৌর্য ও গুপ্ত শাসন, গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও শশাঙ্ক পরবর্তী যুগ, বাংলায় পাল শাসন: গোপাল-ধর্মপাল-দেবপাল-প্রথম মহীপাল ও রামপাল, বাংলায় সেন শাসন-মুসলমানদের আগমন, দক্ষিণ পূর্ব বাংলার দেব ও চন্দ্র বংশ, মহাদেশ, এশিয়া মহাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া বাংলাদেশ।

মূল্যায়ন

১. আপনার মতে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতিমালা কী ধরনের হওয়া উচিত– ব্যাখ্যা করুন।

২. সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের নির্ণায়কসমূহ বিবৃত করুন।

৩. সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতের ধারণা বর্ণনা করুন এবং উদাহরণের সাহায্যে এদের মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজে করুন।

পর্ব- খ

নিজে করুন

পর্ব- গ

নিজে করুন

ইউনিট- ১ **অধিবেশন- ১১**

ব্যক্তিগতভাবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করার জন্য নোট নেওয়া

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ বিচরণ করছে এবং জড়িয়ে পড়ছে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডে। এসকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিক্ষণ-শিখনমূলক কাজ। শিক্ষণ-শিখনমূলক কাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগত, স্থানগত নানা ধরনের পরিসর ও বিস্তৃতি রয়েছে। এতে রয়েছে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তৃতা প্রদান, শিক্ষার্থীদের বিতর্কমূলক অনুষ্ঠান, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ধরনের সম্মেলন, সেমিনার প্রভৃতি। এসকল শিক্ষামূলক কার্যক্রমে যেসকল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয় ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই সেসকল বিষয়বস্তু পরবর্তী সময়ে আরও ব্যাপক পরিসরে জানা, বোঝা এবং অধ্যয়নের জন্য নোট নিয়ে থাকেন। এসকল নোটের সাহায্যে কোন ব্যক্তি নিজস্ব ধারণা, অনুভূতি ও মূল্যবোধ যাচাই বা পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট রচনাসমূহ সংগ্রহ করে অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করে তোলেন। বিবৃত বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগতভাবে কোনো বিষয়ের বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করার জন্য নোট নেওয়ার ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। একারণেই বর্তমান অধিবেশনে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করার জন্য নোট নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য দিকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নোট নেয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভালো নোট নেওয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ভালো নোট নেওয়ার নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভালো নোট লেখা শেখার পথ ও পদ্ধতি শনাক্ত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ নোট নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাসমূহ চিহ্নিতকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষে, সেমিনারে অথবা কোন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নোট নেওয়ার রীতি দীর্ঘদিন থেকেই প্রচলিত রয়েছে। নোট নেওয়ার পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো পরবর্তীতে শিক্ষার্থী/শ্রোতা/অংশগ্রহণকারী তার নিজস্ব চিন্তা, চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতা, যৌক্তিকতা, যথার্থতা, তত্ত্ব, তথ্য প্রভৃতির মিল খুঁজে পেতে সচেষ্ট হবে। এতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার চিন্তন ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, বিশ্লেষণমুখিতা, জ্ঞানের গভীরতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া আরও নানা কারণে এবং প্রয়োজনে নোট নেওয়া হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নের স্পাইডারগ্রামে নোট নেওয়ার চারটি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা স্পাইডারগ্রামটিতে আরও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখুন–

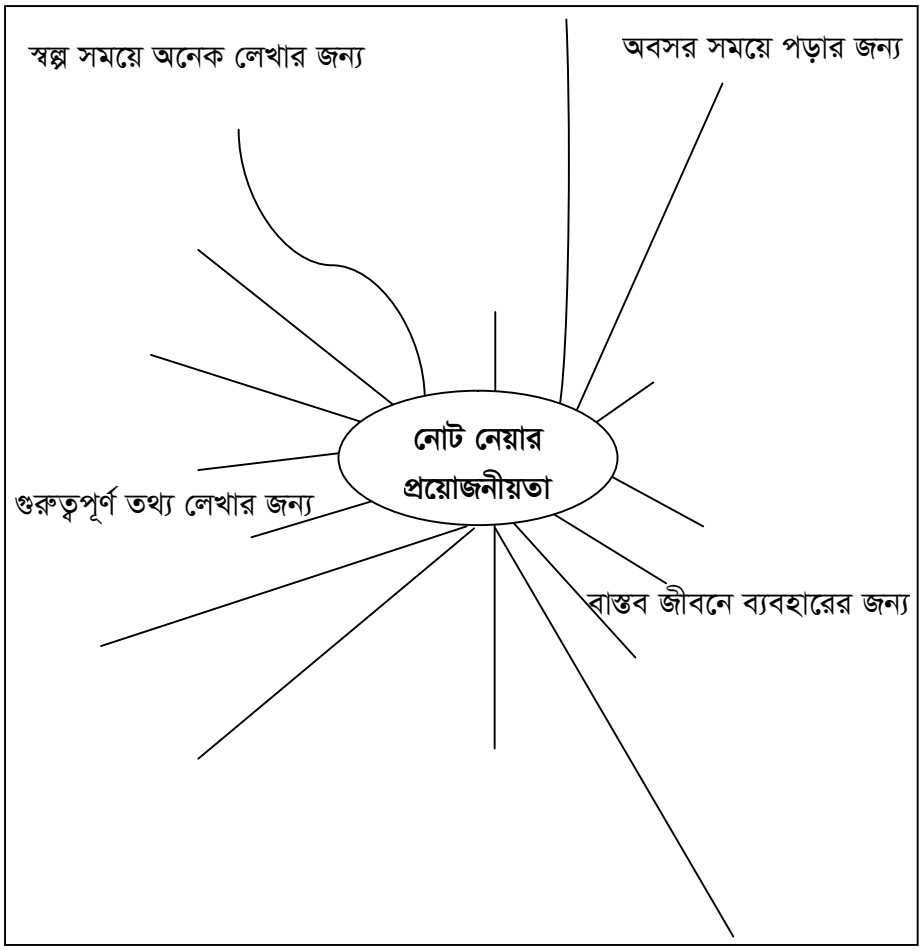

পর্ব- খঃ ভালো নোট নেয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিতকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নোট নেওয়ার গুণগতমানের সাথে একজন শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষণার্থী এবং অংশগ্রহণকারীর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি যোগসূত্র রয়েছে। একটি ভালো মানের নোটে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় সকল তত্ত্ব, তথ্য ও বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যা পরবর্তী সময়ে সামগ্রিক বিষয়বস্তু পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নোট গ্রহণকারীকে সহায়তা করবে। নোটের ভাষা হবে সহজ, সরল, সুন্দর এবং লেখা হবে সুস্পষ্ট। শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, নিচের ছকে ভালো নোটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কীত কতকগুলো বর্ণনামূলক বাক্য লেখা রয়েছে। তার পাশে দুটি কলামে একমত ও একমত নই লেখা রয়েছে। বর্ণনামূলক বাক্যটির সাথে একমত হলে 'একমত' লিখিত কলামে এবং একমত না হলে 'একমত নই' লিখিত কলামে টিক চিহ্ন (√) দিন। দুটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

ক্রমিক নং	বর্ণনামূলক বাক্য	একমত	একমত নই
০১	প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে	✓	
০২	ভাষা সহজ সরল		
০৩	লেখা স্পষ্ট হবে না		✓
০৪	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ থাকে		
০৫	বক্তব্য বেশি থাকে		
০৬	নির্ভুল বক্তব্য		
০৭	সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট নয়		
০৮	সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণে লেখা		
০৯	হাতের লেখা সুন্দর		
১০	উপরি লিখন থাকে		
১১	যথাসম্ভব দ্রুত লিখতে হয়		
১২	পয়েন্ট উল্লেখ করে লেখা		
১৩	মোচনীয় কালি দ্বারা লেখা		
১৪	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা		
১৫	আলোচনা করে লেখা		
১৬	দুই-তিনবার শোনার পর লেখা		

পর্ব- গঃ ভালো নোট নেওয়ার নীতিমালা নির্ণয়করণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ব্যক্তিগতভাবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করার জন্য যে নোট নেয়া হয় এর কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি রয়েছে। এই নিয়ম নীতিগুলো অনুসরণ করে নোট নেয়া হলে সে নোটের গুণগতমান উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল নিয়ম-নীতির ওপর নির্ভর করে ভালো নোট নেওয়া যায় সেগুলোর সমষ্টিগত রূপকে ভালো নোট নেওয়ার নীতিমালা বলা যেতে পারে। নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত নিয়মসমূহ অপরিবর্তনীয় নয়। নোটের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব নিয়মের সংশোধন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে। কাজেই ভালো নোট নেওয়ার নীতিমালা একটি গতিশীল বা পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। আবার বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার কারণেও ভালো নোট নেওয়ার কোনো কোনো নিয়মনীতিতে ভিন্নতা থাকতে পারে। এসব অবস্থা সত্ত্বেও ভালো নোট নেওয়ার একটা নীতিমালা রয়েছে। এ নীতিমালার নিয়মনীতিগুলো ভালো নোট নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। যেমন– স্পষ্ট করে লেখা– এটি সকল ভালো নোট নেওয়ার ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য। কারণ স্পষ্ট করে যদি নোট লেখা না হয় তাহলে সে নোট নেওয়ার কোনো অর্থই থাকবে না অথবা সেটা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অর্থবিহীন নোটে পর্যবসিত হবে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিম্নের চিত্রে ভালো নোট নেওয়ার তিনটি নিয়ম উদাহরণ হিসেবে দেয়া হলো। আপনারা চিত্রটি পূরণ করুন এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজে নিয়মগুলো লিখুন।

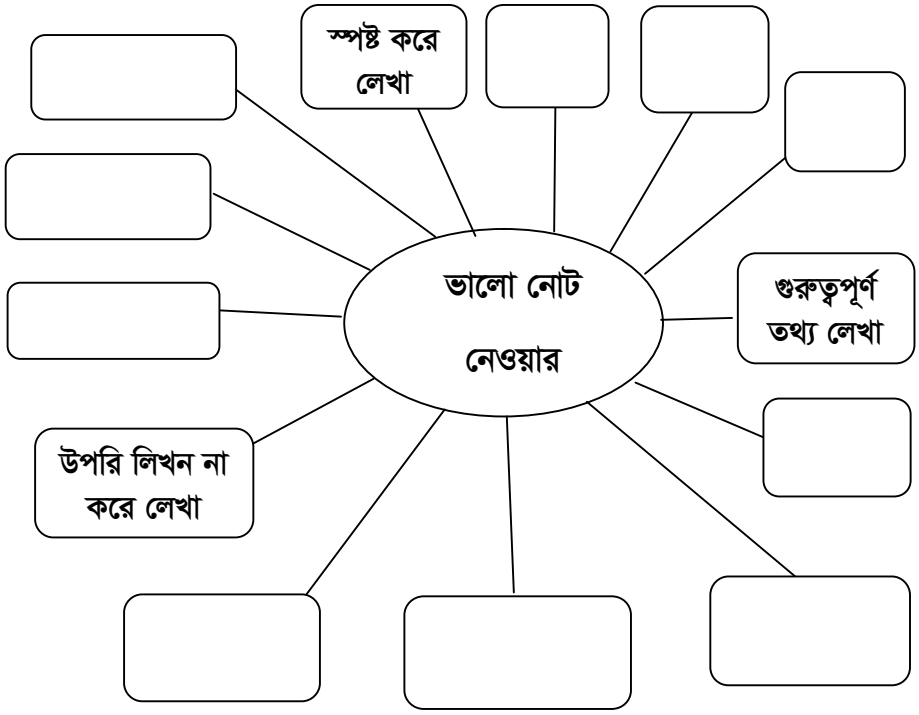

পর্ব- ঘঃ ভালো নোট লেখা শেখার পথ ও পদ্ধতি শনাক্তকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, ভালো নোট লেখা কীভাবে শেখা যায় এমন ধরনের প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থী/অংশগ্রহণকারী বিভিন্নভাবে প্রদান করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলের উত্তরের মাঝে হয়তো এক ধরনের মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং তাহলো– (ক) ভালো নোট লেখা শেখার তাত্ত্বিক দিক এবং (খ) ভালো নোট লেখা শেখার ব্যবহারিক/প্রায়োগিক দিক। বর্তমান অধিবেশনের ক, খ এবং গ পর্বে নোট নেওয়ার তাত্ত্বিক বিষয়গুলো আলোকপাত করা হয়েছে। তাত্ত্বিক বিষয়সমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-এর অন্তর্ভুক্ত পরিবারের কার্যাবলির (পৃষ্ঠা-১৫-১৬) ওপর ভালো নোট লেখা শেখার অনুশীলন করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সামাজিক বিজ্ঞানের উল্লেখিত পাঠের খণ্ডঅংশের ওপর ভালো নোট লেখা শেখার দুটি উদাহরণ দেওয়া হলো। ভাল নোট লেখা শেখার লক্ষ্যে অবশিষ্ট অংশটুকু আপনারা সম্পন্ন করুন।

পরিবারের কার্যাবলি

১. বিয়ের মাধ্যমে নর-নারীর জৈবিক ও দৈহিক চাহিদা পূরণ।

২. সমাজ স্বীকৃতভাবে সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন।

৩.

৪.

৫.

৬.

৭.

৮.

ইউনিট- ২ **অধিবেশন- ১১**

মূল শিখনীয় বিষয়

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে নানা ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে হয়। সামাজিক কর্মকাণ্ডের নানামুখী ধারা সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়নে গতি সঞ্চার করছে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি হলো শিক্ষণ-শিখনমূলক কাজ। শিক্ষণ-শিখনমূলক কাজসমূহ নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান ও পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। তন্মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে নানা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এছাড়া রয়েছে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণ-শিখনমূলক কর্মকাণ্ড। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তৃতা, বিতর্কমূলক অনুষ্ঠানের বক্তব্য, স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরনের সম্মেলন, সেমিনার প্রভৃতিতে নানা ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত এসকল বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থী বা অংশগ্রহণকারীদের চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞানের পরিধির প্রসারণ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে বোঝা, তত্ত্ব ও তথ্যের নির্ভুলতা যাচাই প্রভৃতির জন্য নোট নেওয়ার রীতি দীর্ঘদিন থেকে অনুসৃত হচ্ছে। উল্লেখিত কারণ ছাড়াও নোট নেয়ার আরও অনেক কারণ রয়েছে। নিম্নে নোট নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. বিষয়বস্তু ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য
২. নির্ভুল তথ্য প্রাপ্তি ও লেখার জন্য
৩. উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বাড়িতে অধ্যয়নের জন্য
৪. বিষয়বস্তু অবসর সময় চর্চা করার জন্য
৫. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্মরণ রাখার জন্য
৬. বিষয়বস্তু সম্পর্কে দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য
৭. বাড়িতে বিষয়বস্তু পড়ার জন্য
৮. সংক্ষেপে অনেকগুলো বিষয় লেখার জন্য
৯. স্বল্পসময়ে অনেক তথ্য ধারণ করার জন্য
১০. স্বল্প সময়ে অনেক বিষয় লেখার জন্য
১১. বিষয়বস্তু মনে রাখার জন্য
১২. বিষয়বস্তু দ্রুত লেখার জন্য
১৩. জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য
১৪. সুস্পষ্টভাবে জ্ঞানার্জনের জন্য
১৫. চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য
১৬. নতুন তত্ত্বসমূহ জানা ও বোঝার জন্য
১৭. আত্মবিশ্বাস ও বিশ্লেষণমুখী দক্ষতা অর্জনের জন্য

১৮. পুনঃ রচনার জন্য

১৯. সাচিবিক বিদ্যার্জনের জন্য

২০. বাস্তব জীবনে ব্যবহারের জন্য

২১. পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য।

ভালো নোট নেওয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভাল মানের নোটের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নের ছকে প্রদত্ত বর্ণনামূলক কতকগুলো বাক্য রয়েছে। যেসকল বর্ণনামূলক বাক্যের 'একমত' কলামে টিক চিহ্ন (√) দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভালো নোট নেওয়ার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যেগুলোর 'একমত নই' কলামে টিক চিহ্ন (√) দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভালো নোট নেয়ার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হবে না।

ক্রমিক নং	বর্ণনামূলক বাক্য	একমত	একমত নই
০১	প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে	√	
০২	ভাষা সহজ সরল	√	
০৩	লেখা স্পষ্ট হবে না		√
০৪	গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ থাকে	√	
০৫	বক্তব্য বেশি থাকে		√
০৬	নির্ভুল বক্তব্য	√	
০৭	সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট নয়		√
০৮	সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণে লেখা		√
০৯	হাতের লেখা সুন্দর	√	
১০	উপরি লিখন থাকে		√
১১	যথাসম্ভব দ্রুত লিখতে হয়	√	
১২	পয়েন্ট উল্লেখ করে লেখা	√	
১৩	মোচনীয় কালি দ্বারা লেখা		√
১৪	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা	√	
১৫	আলোচনা করে লেখা		√
১৬	দুই-তিনবার শোনার পর লেখা		√

ভালো নোট নেওয়ার নীতিমালা

যেসকল নিয়ম-নীতির ওপর নির্ভর করে ভালো নোট নেওয়া যায় সেগুলোর সমষ্টিগত রূপকে ভালো নোট নেওয়ার নীতিমালা বলা যেতে পারে। নিম্নে ভাল নোট নেওয়ার নীতিমালা বর্ণনা করা হলো–

১. স্পষ্টভাবে নোট লেখা

২. গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ লেখা

৩. উপরি লিখন না করে নোট লেখা

৪. দ্রুততার সাথে লেখা

৫. নোটে বিষয়বস্তুর বিন্যাস রক্ষা করা

৬. সংকেতাকারে নোট লেখা

৭. বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট অংশ শোনার পর নোট লেখা

৮. তাৎক্ষণিকভাবে লেখা

৯. নোটের ভাষা সহজ ও সরল রাখা

১০. নোটের সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখা

১১. নির্ভুলতা রক্ষা করা

১২. মিল রেখে নোট লেখা

১৩. যাচাই করা প্রভৃতি।

ভালো নোট লেখা শেখার পথ ও পদ্ধতি

যে কোনো ভালো নোট লেখা শেখার ক্ষেত্রে সম্ভবত দুটি বিষয়ের সমন্বয় করার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয় দুটো হলো– প্রথমত: ভাল নোট লেখা শেখার তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ এবং দ্বিতীয়ত: ভালো নোট লেখা শেখার ব্যবহারিক/প্রায়োগিক বিষয়সমূহ। সাধারণত: তাত্ত্বিক বিষয়সমূহের ভিত্তিতেই ব্যবহারিক/প্রায়োগিক বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। তবে কখনো পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে এর কিছুটা ব্যতিক্রমও হতে পারে। তাছাড়া নোট লেখার পরিপক্কতা অর্জনের জন্য এর চর্চা বৃদ্ধি করার কোনো বিকল্প নেই।

নিম্নে নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-এর অন্তর্ভুক্ত পরিবারের কার্যাবলির নোট উপস্থাপন করা হলো–

১. বিয়ের মাধ্যমে নর-নারীর জৈবিক ও দৈহিক চাহিদা পূরণ।

২. সমাজ স্বীকৃতভাবে সন্তান উৎপাদন ও লালন পালন।

৩. সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিকীকরণ।

৪. বিভিন্ন কাজ ও আর্থিক আয়ের মাধ্যমে পরিবারের চাহিদা পূরণ।

৫. শিশুদের আচার ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষাদান।

৬. সৃষ্টিকর্তা এবং নৈতিকতা সম্পর্কে জ্ঞান দান।

৭. শারীরিক ও নৈতিক নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষাদান।

৮. আমোদ-প্রমোদ ও পারিবারিক নানা উৎসব উদযাপন প্রভৃতি।

মূল্যায়ন

১. ব্যক্তিগতভাবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা বলতে কী বোঝায়?

২. বিষয়বস্তুর নোট নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তিসহ আপনার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৩. ভালো নোট নেয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবৃত করুন।

৪. আপনার দৃষ্টিতে ভালো নোট নেওয়ার নীতিমালা ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভালো নোট নেওয়ার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৬. নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান নামক পাঠ্যপুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় (পৃষ্ঠা ২৪৭-২৪৮)-এর ওপর আপনার দৃষ্টিতে যৌক্তিক একটি ভালো নোট লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজে করুন।

পর্ব- খ

নিজে করুন।

পর্ব- গ

নিজে করুন।

পর্ব- ঘ

নিজে করুন।

ইউনিট ৩

অধিবেশন- ১২	:	সামাজিক বিজ্ঞানে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখনের কলাকৌশল এবং দক্ষতা
অধিবেশন- ১৩	:	কার্যক্রম নির্বাচন ও ছক তৈরিকরণ
অধিবেশন- ১৪	:	সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য উপকরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা
অধিবেশন- ১৫	:	পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ: প্রাকৃতিক সম্পদ
অধিবেশন- ১৬	:	পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ: নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য
অধিবেশন- ১৭	:	পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ: বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় ও কিশোর অপরাধ
অধিবেশন- ১৮	:	অণুশিক্ষণ ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম এবং শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করা- ১
অধিবেশন- ১৯	:	ছদ্ম শিক্ষণ (সিমুলেশন) এবং ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম এবং শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করা- ২
অধিবেশন- ২০	:	ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি পরখ করা- ৩
অধিবেশন- ২১	:	অংশগ্রহণ, শিখনফল এবং পরিকল্পনায় প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষণের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১২**

সামাজিক বিজ্ঞানে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখনের কলাকৌশল এবং দক্ষতা

ভূমিকা

বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক আধুনিক শিক্ষণ-শিখন কৌশল ব্যবহার করে একজন শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক একজন সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশলের মধ্যে যুগল কাজ, দলীয় কাজ, সাক্ষাৎকার, বিশেষজ্ঞ কর্তন, পোস্ট বক্স, মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং অনুসন্ধানমূলক কাজ, অর্পিত কাজ, তালিকা প্রণয়ন, প্রত্যক্ষীকরণ, শ্রেণিবিন্যস্তকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত কৌশলসমূহ যে শিক্ষক যত যথাযথ ও দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন তিনি তত বেশি সার্থক ও সফল শিক্ষক হিসাবে বিবেচিত হবেন।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশল বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষককেন্দ্রিক কৌশল এবং অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের সুবিধাসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশল

যে শিক্ষণ-শিখন কৌশলে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রীর সহায়তায় তাদের মনস্তাত্ত্বিক ধারণ ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি অনুযায়ী সক্রিয়তা, স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা এবং মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করে জ্ঞান অর্জন করে তাকে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে পরিচালক এবং সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পর্ব- খঃ শিক্ষক কেন্দ্রিক-কৌশল এবং অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের পার্থক্য নির্ণয়

প্রিয় শিক্ষার্থী আপনি চোখ বন্ধ করুন এবং নিচে বর্ণিত দৃশ্য ২টি কল্পনা করুন।

দৃশ্যঃ ১

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করাকালীন সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ পরিচালনা করছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক বিষয়বস্তু বর্ণনা করছেন এবং শিক্ষার্থীরা সকলে শিক্ষকের সামনে বসে শুনছে।

দৃশ্যঃ ২

আবার টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কোনো শিক্ষক প্রশিক্ষক টিউটোরিয়াল ক্লাসে ৯০ মিনিটব্যাপী একটি ক্লাস পরিচালনা করছেন, যেখানে প্রশিক্ষণার্থীরা এবং প্রশিক্ষক সকলেই একযোগে কাজ করছেন।

উপরের ২টি দৃশ্য কল্পনা করার জন্য ০৪ মিনিট সময় নিন।

সময় শেষ হলে চোখ খুলুন এবং কোনটি অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশল এবং কেন– এ বিষয়টি চিন্তা করুন।

প্রিয় শিক্ষার্থী এবার নিম্নের ছকে লিখুন কোন দৃশ্যটি শিক্ষক কেন্দ্রিক কৌশল এবং কোন দৃশ্যটি অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল এবং কেন যুক্তি দিন।

দৃশ্য সংখ্যা	শিক্ষক কেন্দ্রিক কৌশল/অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল	যুক্তি

পর্ব- গঃ ক্লাস পরিচালনায় শিক্ষককেন্দ্রিক কৌশল, দক্ষতা এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন কৌশল চিহ্নিতকরণ

একজন শিক্ষক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, দলীয় কাজ, যুগল কাজ, সমগোত্রীয় দলীয় কাজ, সম্পূর্ণ ক্লাসের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা, মৌখিক প্রশ্ন, মানচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রেণি পরিচালনা করতে পারেন। তবে কখন কোন বিষয়ে কী কৌশল অবলম্বন করবেন তা নির্ভর করে একজন শিক্ষকের দক্ষতার ওপর।

প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের নাম শীর্ষক তালিকাটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং নিম্নবর্ণিত প্রশ্ন তিনটির উত্তর ছকে লিখুন।

বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন কৌশলের নাম

GROUP WORK (দলীয় কাজ)	POSTER PRESENTATION (পোস্টার প্রদর্শন)
THINK PAIR AND SHARE (যুগলভাবে চিন্তা করা)	CONTINUUM (একটানা চলা)
ROLE PLAY (ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া)	SEQUENCING (ক্রম অনুযায়ী সাজানো)
ORAL QUESTIONING (মৌখিক প্রশ্নকরণ)	RANKING (শ্রেণি বিন্যস্তকরণ)
EXPERT JIGSAW (বিশেষজ্ঞ কর্তন)	SPOTING MISTAKES (ভুল চিহ্নিতকরণ)
POST BOX (ডাক বাক্স)	CATEGORISING (শ্রেণিবদ্ধকরণ)
SNOW BALL (তুষার বল)	TRUE AND FALSE (সত্য এবং মিথ্যা)
CONCEPT MAPPING (ধারণা মানচিত্র)	LEARNING POINTS (শিখনীয় বিষয়)
MIND MAPPING (মন/স্মৃতি মানচিত্র)	PLENARY DISCUSSION (পূর্ণাঙ্গ আলোচনা)
WALK READ AND TALK (হাঁটা, পড়া এবং কথা বলা)	BLACK BOARD SUMMARY (কালো বোর্ড সারাংশ)
FISH BOWL (মৎস্য পাত্র)	PEER WORK (গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিবর্গের কাজ)
DOUGHNUT (আটার রোলে বাদাম সাজানো)	PEER ASSESSMENT (গোষ্ঠীগতভাবে মূল্য নির্ধারণ)

INFORMATION GAP (শূন্যস্থানে তথ্য বসানো)	PAIR ASSESSMENT (জোড়াবদ্ধভাবে মূল্য নির্ধারণ)
INVESTIGATIONS/PROJECTS WORKS (অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রকল্প কাজ)	ACTION RESEARCH (কর্মসহায়ক গবেষণা)
MAGIC MICROPHONE (বশীকরণ মাইক)	BRAIN STORMING (মাথা খাটানো বা চিন্তার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা)
FOUR CORNER DEBATE (চার কৌণিক বিতর্ক)	SCAFFOLDING (জানা বিষয়কে উন্মুক্ত করা)
PAIR WORK (জোড়ায় কাজ)	PROBLEM SOLVING (সমস্যা সমাধান)
OBSERVATION (পর্যবেক্ষণ)	SEMINAR (সেমিনার)
LIBRARY STUDY (গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন)	WORKSHOP (কর্মশিবির/বিশেষ প্রশিক্ষণ)
DRAMATIZATION (নাটকীয়করণ)	CASE STUDIES (কেস স্টাডি)
ASSIGNMENTS (অর্পিত কাজ)	
SIMULATION (ছদ্ম শিক্ষণ)	
GAMES (খেলা)	
MICRO TEACHING (অনুশিক্ষণ)	
INTERVIEWING (সাক্ষাৎকার)	
LISTING (তালিকাকরণ)	
VISUALISATION (প্রত্যক্ষীকরণ)	
DEMONSTRATION (প্রত্যক্ষ/চাক্ষুষ প্রমাণ)	
TELLING ANECDOTES (মজার গল্প বলা)	
ANALYSING TEXT BOOK (পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ)	

প্রশ্নঃ

১. কার্যকরভাবে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রধান ৩টি দক্ষতা চিহ্নিত করুন।

২. পেয়ার ওয়ার্ক (Pair Work) এবং পিয়ার ওয়ার্ক (Peer Work)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

৩. শিক্ষার্থী এককভাবে কাজ করতে পারে এমন ২টি শিক্ষণ-শিখন কৌশলের নাম লিখুন।

প্রশ্ন নং	উত্তর
১.	
২.	
৩.	

পর্ব- ঘঃ অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের সুবিধাসমূহ চিহ্নিতকরণ

শ্রেণিকক্ষ পরিচালনায় শিক্ষককেন্দ্রিক কৌশল থেকে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল অধিকতর ফলপ্রসূ।

প্রিয় শিক্ষার্থী, নিম্নের ছকে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের ১০টি সুবিধা চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের সুবিধার তালিকা

ক্রমিক নং	সুবিধাসমূহ
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১২**

মূল শিখনীয় বিষয়
বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল

শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন তখন নানা ধরনের শিক্ষণ-শিখন কৌশল ব্যবহার করেন। এসকল কৌশল প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করার জন্য নানারকম কৌশল রয়েছে। তন্মধ্যে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশলসমূহ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল:

GROUP WORK (দলীয় কাজ)

দলীয় কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়। কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর প্রত্যেক দলকে একই ধরনের অথবা ভিন্ন রকম কাজ দেওয়া হয়। উক্ত কার্যক্রম দলের প্রত্যেকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়।

THINK PAIR AND SHARE (যুগলভাবে চিন্তা করা এবং তা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করা)

এক্ষেত্রে প্রতি দু'জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে যুগল গঠন করা হয় এবং তারা নিজেরা কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তা করতে শিখে এবং একজন জোড়ার অপরজনের সাথে নিজে কী শিখেছে তা বিনিময় করে।

ROLE PLAY (ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া)

এটি খুবই আকর্ষণীয় একটি কৌশল যেখানে বাছাইকৃত বিষয়বস্তু ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন করতে বলা হয়। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর প্রয়োজন অনুযায়ী অভিনয় করে। এ কৌশল মুখস্থ করার চেয়ে বিষয়বস্তু বোধগম্যকরণে শিক্ষার্থীদের অধিকতর সহায়তা করে।

ORAL QUESTIONING (মৌখিক প্রশ্নকরণ)

শিক্ষক মৌখিক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের প্রত্যাশিত/সম্ভাব্য উত্তরকে অনুসরণ করা হয়।

EXPERT JIGSAW (বিশেষজ্ঞ কর্তন)

প্রথমে পাঠ্য বিষয়বস্তুকে ৩-৫টি পর্বে ভাগ করা হয় এবং সে অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের সমান সংখ্যক দলে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক দলকে পাঠের একটি করে পর্ব দেওয়া হয়। একই দলের প্রশিক্ষণার্থীরা পাঠটি নিজেরা পড়ে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। আলোচনা শেষে নতুন দল গঠন করা হয় যেখানে মূলদলের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। নতুন দলের অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মূল দলে ফিরে আসবে এবং ফিডব্যাক প্রদান করবে।

POST BOX (ডাকবাক্স)

এতে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট কয়েকটি দলে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক দলের জন্য ডাক বাক্স, প্রশ্নপত্র এবং সাদা কাগজ সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন দলের সকল শিক্ষার্থী আলাদাভাবে তাদের মতামত সাদা কাগজে লিখবে এবং সরবরাহকৃত ডাকবাক্সে ফেলবে। সকল প্রশ্নের উত্তর লিখে নির্দিষ্ট বাক্সে ফেলা হলে তাঁরা মূল দলে ফিরে যাবে এবং নির্দিষ্ট মতামত একত্রিত করে পুরো ক্লাসের জন্য উপস্থাপন করবে।

CONCEPT MAPPING (ধারণা মানচিত্র)

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অথবা ভিন্ন বিষয়বস্তু সংক্রান্ত দুটি তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে এ কৌশল প্রয়োজন হয়।

MIND MAPPING (মন/স্মৃতি মানচিত্র)

একটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের বোধগম্যতা একত্রিত করার জন্য এ কৌশল ব্যবহার করা হয়। এতে শিক্ষার্থী তার শিখন স্মরণ করার জন্য সংক্ষিপ্ত চিত্র, রেখাচিত্র, চিত্র বা সংখ্যাচিত্র সৃষ্টি করে। এ জন্য প্রশিক্ষণার্থী ব্যবহার করতে পারে সরলরেখা, ছবি, চিত্র, রেখাচিত্র এবং নকশা।

BRAIN STORMING (মাথা খাটানো বা চিন্তার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা)

এ কৌশল শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ধারণা গঠন করার জন্য চিন্তা করতে সুযোগ দেয়। তারপর সেসকল গঠনকৃত ধারণা কাগজে লিখে উপস্থাপন করা হয়।

WALK, READ AND TALK (হাঁটা, পড়া এবং কথা বলা)

শিক্ষার্থীরা হাঁটবে, পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলবে। এজন্য প্রয়োজন হবে চার্ট বা পোস্টার যা শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে প্রদর্শন করা যায়। প্রশিক্ষণার্থীরা এক একটি পোস্টারের সামনে যাবে, পড়বে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলবে।

FISH BOWL (মৎস্য পাত্র)

এ কৌশলে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দুইটি দলে ভাগ করা হয়। একটি দল বিষয়বস্তুর প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করবে। অন্যদল পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। তারপর দুই দলের ভূমিকার পরিবর্তন করবে।

DOUGHNUT (আটার রোলে বাদাম সাজানো)

এ কৌশলে শিক্ষার্থীদের বসাতে হয় দুটি বৃত্তাকারে। একদল বসবে ভিতরের বৃত্তে এবং অন্যদল বসবে বাইরের বৃত্তে। দুই বৃত্তের সামনাসামনি বসা দুইজন একে অপরের সাথে আলোচনা করবে। তারপর একটি বৃত্তের অংশগ্রহণকারীরা ঘুরবে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘুরে সেদিকে। অন্য দলের সদস্যরা ঘুরবে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘুরে তার উল্টা দিকে এবং পর্যায়ক্রমে পূর্বের মতো নিজের বিষয়বস্তুর ওপর নতুন অংশীদারের সাথে কথা বলবে।

INFORMATION GAP (শূন্যস্থানে তথ্য বসানো)

এ কৌশলের জন্য প্রয়োজন তথ্য সম্বলিত দুটি শিট যা দুটি দলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। শিট দুটিতে অনেক জায়গায় তথ্য বসানোর জন্য খালি রাখা হবে। একটি শিট অন্যটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

MAGIC MICROPHONE (বশীকরণ মাইক)

একটি কাঠি, একটি কলম, একটি পানির বোতল ইত্যাদির যে কোনোটি বশীকরণ মাইক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যে কোনো বহুল পরিচিত বিষয় উপস্থাপনে এটি ব্যবহার করা যায়। একজনকে কথা বলার জন্য এই মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। প্রথমত যথাযথ বিষয় নির্বাচন করতে হবে বশীকরণ মাইক ব্যবহারের জন্য। সকল শিক্ষার্থীকে ব্যবহারের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে হবে। যাকে এ মাইক দেওয়া হবে তিনিই নির্ধারিত বিষয়ে কথা বলবেন। বাকিরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। একজনের কথা বলা শেষ হলে অন্যজনকে মাইক দেওয়া হবে এবং সে কথা বলবে। শিক্ষক নিজেই কথা বলা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

OBSERVATION (পর্যবেক্ষণ)

কোনো ঘটনায় বা বিষয়ে কী হচ্ছে বা ঘটছে তা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই লক্ষ করবে, সূক্ষ্মভাবে দেখবে এবং সে সম্পর্কে তারাই মন্তব্য করবে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কোন বিষয়ে কী কী পর্যবেক্ষণ করতে হবে, কীভাবে এবং কোন অবস্থায় করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

LIBRARY STUDY (গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন)

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ওপর নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করতে পরামর্শ দিবেন। শিক্ষার্থীরা নির্দেশমোতাবেক পুস্তক অধ্যয়ন করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করে উপস্থাপন করবে।

INVESTIGATION/PROJECT WORKS (অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রকল্প কাজ)

শিক্ষার্থী কর্তৃক বিষয়বস্তু বা ঘটনার কারণ খুঁজে বের করা বা গবেষণার মাধ্যমে বের করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করে এবং শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন করে।

SCAFFOLDING (জানা বিষয়কে উন্মুক্ত করা)

এতে শিক্ষার্থীর স্বীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষিত বিষয়কে সমর্থন দান বা ধরিয়ে দিয়ে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো বিষয়ে ধারণা দান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা হয়।

PROBLEM SOLVING (সমস্যা সমাধান)

এ কৌশলে বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষক সমস্যাবহুল প্রসঙ্গ সৃষ্টি করেন এবং শিক্ষার্থীদের সামনে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয় পরামর্শ দেওয়ার বা সমস্যা সমাধানের জন্য। এটি একক বা দলীয়ভাবে করা হয়। এতে সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তারপর সমস্যাটি বিভিন্ন সম্ভাব্য দিক থেকে যাচাই করতে হয়। এরপর সম্ভাব্য বিকল্প সমাধানের প্রস্তাব করতে হয়। সতর্কতার সাথে এসব বিষয় বিশ্লেষণ করতে হয়। সর্বোত্তম বিকল্প বাছাই করতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

ASSIGNMENT (অর্পিত কাজ)

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কাজ দিবেন। শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেফারেন্স পুস্তক, জার্নাল বা অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষকের নির্দেশনামোতাবেক কাজটি সম্পন্ন করে জমা দিবেন।

INTERVIEWING (সাক্ষাৎকার)

শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যুগলভাবে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন প্রণয়ন করতে বলা হয়। তারপর তাদেরকে দিয়ে নতুনভাবে জোড়া গঠন করা হয় এবং প্রণয়নকৃত প্রশ্নের মাধ্যমে একে অপরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সবশেষে ফলাবর্তন নেয়া হয়।

LISTING (তালিকাকরণ)

এ কৌশলের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর ৫-৬ টি উদাহরণের তালিকা প্রণয়ন করতে বলা হয়। তারপর তারা তাদের প্রণীত তালিকা পড়ে শোনাবে এবং সবার কাছ থেকে প্রাপ্ত উদাহরণের মাধ্যমে একটি সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন করবে।

VISUALISATION (প্রত্যক্ষীকরণ)

এটি কোনো বিশেষ দৃশ্য মনে করার মাধ্যমে গৃহীত শিখন কৌশল। এতে শিক্ষার্থীদের চোখ বন্ধ করতে বলা হয়। ধীরগতিতে এবং শান্তভাবে কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে দৃশ্য কল্পনা করতে হয়। প্রত্যেকটি ধারণা গঠনের জন্য কিছু সময় দিতে হয়। যখন শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত তখন তাদের চোখ খুলতে বলা হয় এবং তাদের গঠিত ধারণা অন্যরা ভাগ করে নেয়।

SEQUENCING (ক্রম অনুযায়ী সাজানো)

শিক্ষার্থীদের কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ তালিকাভুক্ত করতে বলা হয়। এলোমেলোভাবে ধাপ সাজিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে সরবরাহ করা হয় এবং যথাযথ ক্রম অনুযায়ী তা সাজাতে বলা হয়।

RANKING (শ্রেণিবিন্যস্তকরণ)

এতে নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। নির্ধারিত বিষয়বস্তুর কোন দিকের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা তালিকা তৈরি করবে তা ব্যাখ্যা

করে এলোমেলো তালিকা সরবরাহ করা হয়। তারপর যুগল আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বের ক্রম-অনুসারে সাজিয়ে তালিকা তৈরি করবে এবং অন্য যুগলের সাথে তুলনা করবে।

SPOTTING MISTAKES (ভুল চিহ্নিতকরণ)

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে কোনো পাঠ বা কোনো ঘটনার বর্ণনা বা কোনো কিছু প্রদর্শন করা হবে যাতে অনেক ভুল থাকবে। শিক্ষার্থীদেরকে ভুল চিহ্নিত করে তা সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বলা হয়।

TRUE OR FALSE (সত্য বা মিথ্যা নির্ণয়)

পাঠ্য বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কতকগুলো বিবৃতি শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হবে। শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে বা যুগলভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবে কোনটি সত্য বা কোনটি মিথ্যা।

LEARNING POINTS (শিখনীয় বিষয়)

এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে তা জানার জন্য তাদেরকে ৪-৫ টি দিকের কথা জিজ্ঞেস করা হয় বা লিখতে বলা হয়। যুগলভাবে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদেরকে উক্ত বিশেষ দিকসমূহ বলতে বা লিখতে বলা হয়।

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের সুবিধাঃ

- শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু শুধু মুখস্থ করে না বুঝতে সক্ষম হয়।
- এক্ষেত্রে শিক্ষক শুধু জ্ঞানদাতা নয় সহায়তাকারী।
- শিক্ষার্থীরা নিজেরা চিন্তা করতে শিখে এবং একে অপরের চিন্তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করতে পারে।
- শিখন সুদৃঢ় হয়।
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে।
- শিক্ষার্থীর ধারণা, প্রশ্ন এবং উত্তর মূল্যায়ন করা হয়।
- শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে।
- শিক্ষার্থীরা মনোযোগী থাকে।
- স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে।
- শিক্ষার্থীরা চিন্তার মাধ্যমে কাজ করতে শিখে।
- শিক্ষার্থীরা কোনো নীতিমালা ব্যবহারের সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষার্থীরা সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ পায়।

- পরবর্তী শিখনের জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রেষণার সৃষ্টি হয়।
- শিখন-উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে গঠনমূলক সমালোচনা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- নিজের এবং অন্যের মতামতের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন ও প্রমাণ করার সুযোগ পায়।

মূল্যায়ন

১. অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশল বলতে কী বোঝায়?

২. অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩. সামাজিক বিজ্ঞানে প্রয়োগযোগ্য অংশগ্রহণমূলক আধুনিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিসমূহের বিবরণ দিন।

৪. অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের সুবিধাগুলো উল্লেখ করুন এবং বাংলাদেশে এ কলাকৌশল প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- গঃ

১. কার্যকরভাবে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রধান তিনটি দক্ষতা হচ্ছে–

- বিষয়বস্তুসংক্রান্ত দক্ষতা
- শিক্ষা বিজ্ঞানসংক্রান্ত দক্ষতা
- শিক্ষাক্রমসংক্রান্ত দক্ষতা।

২. পেয়ার ওয়ার্ক এবং পিয়ার ওয়ার্ক -এর মধ্যে পার্থক্য কী?

পেয়ার ওয়ার্ক হচ্ছে দু'জনের মিথস্ক্রিয়া বা মিলিত কাজ। অন্য দিকে পিয়ার ওয়ার্ক হচ্ছে একই পর্যায়ের বা গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিবর্গের যৌথ ও পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে শিখন প্রক্রিয়া।

৩. শিক্ষার্থী এককভাবে কাজ করতে পারেন এমন দুটি শিক্ষণ-শিখন কৌশল হচ্ছে:

- প্রকল্প
- নির্দেশিত কাজ বা এসাইনমেন্ট।

পর্ব- ঘ

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কলাকৌশলের সুবিধাঃ

১. শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু শুধু মুখস্থ করে না বুঝতে সক্ষম হয়।

২. এক্ষেত্রে শিক্ষক শুধু জ্ঞানদাতা নয় সহায়তাকারী।

৩. শিক্ষার্থীরা নিজেরা চিন্তা করতে শিখে এবং একে অপরের চিন্তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করতে পারে।

৪. শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে।

৫. স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায়।

৬. শিক্ষার্থীরা চিন্তার মাধ্যমে কাজ করতে শিখে।

৭. শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

৮. পরবর্তী শিখনের জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রেষণার সৃষ্টি হয়।

৯. শিখন-উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়।

১০. নিজের এবং অন্যের মতামতের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন ও প্রমাণ করার সুযোগ পায়।

ইউনিট- ৩ অধিবেশন- ১৩

শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম নির্বাচন ও ছক তৈরিকরণ

ভূমিকা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের নির্দিষ্ট বিষয়ের কার্যক্রম নির্বাচন ও ছক তৈরিকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠসমূহের কার্যক্রম নির্ধারণ এবং ছক তৈরিকরণের মাধ্যমে সারা বছরের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লিখিত পরিকল্পনা প্রণয়নে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য, কার্যক্রম নির্বাচনের উপাদান, কার্যক্রম নির্বাচনের বিবেচ্য দিকগুলো বিবেচনায় রাখতে হয়।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- শিখন কার্যক্রম নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিখন কার্যক্রম নির্বাচনের পদক্ষেপগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিখন কার্যক্রম নির্বাচন করতে পারবেন এবং
- শিখন কার্যক্রমের ছক তৈরি করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ কার্যক্রম নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন–

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক
২. বাস্তবসম্মত
৩. অংশগ্রহণমূলক
৪. কল্যাণকর
৫. অর্জনযোগ্য
৬. সময়ানুবর্তিতা।

সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম নির্বাচনের সময় সকল শিক্ষককে এ সকল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আপনারাও নিশ্চই আপনাদের পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে খেয়াল রাখবেন।

এ প্রসঙ্গে আপনাদের জন্য নিচে একটি কাজ দেওয়া হল। কোর্সটি চলাকালীন সময়ে কাজটি সম্পন্ন করবেন।

কাজঃ আপনার নিজের ও একজন সতীর্থ শিক্ষার্থীর উপস্থাপিত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের দুটি পাঠের শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম উপরিউক্ত বৈশিষ্টের আলোকে মূল্যায়ন করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করুন।

পর্ব- খঃ কার্যক্রম নির্বাচনের উপাদান

একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম নির্বাচনের জন্য মাথা খাটিয়ে প্রথমেই উপাদান চিহ্নিত করে নিতে হয়। সঠিক উপাদান চিহ্নিত করতে না পারলে সুষ্ঠুভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ শিখন পরিচালনা করা যায় না। কাজেই একজন শিক্ষকের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে উপাদানের তালিকা প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত।

প্রিয় শিক্ষার্থী ক্লাস পরিচালনা তথা শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে কী কী উপাদান প্রয়োজন হয় তার একটি তালিকা নিচের ছকে প্রস্তুত করুন।

ক্রমিক নং	উপাদান
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	

পর্ব- গঃ কার্যক্রম নির্বাচনের বিবেচ্য দিক

প্রিয় শিক্ষার্থী, একজন শিক্ষকের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের উপাদান নির্বাচনের পরবর্তী ধাপ হলো কার্যক্রম নির্বাচনের বিবেচ্য দিক। কার্যক্রম নির্বাচনে যে সকল দিক বিবেচনায় আনতে হয় তা হলো–

শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা/প্রশিক্ষণ, শিক্ষকের বিষয়বস্তুর জ্ঞান, শিক্ষকের আগ্রহ, মনোভাব ও মূল্যবোধ, শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও আগ্রহ, শ্রেণিকক্ষের ভৌত সুবিধা ও শিখন পরিবেশ, শিক্ষা উপকরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ক্লাস বা পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকর্মীদের সহযোগিতা ইত্যাদি।

পর্ব- ঘঃ কার্যক্রম নির্বাচনের পদক্ষেপ

প্রিয় শিক্ষার্থী, পর্ব-গ-এ আলোচিত কার্যক্রম নির্বাচনের বিবেচ্য দিকের ভিত্তিতে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ৮ম অধ্যায়ের 'অভাব' পাঠটির শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম নির্বাচন করতে চেষ্টা করুন।

কার্যক্রম নির্বাচনে যে বিষয়গুলো ভাবতে হবে তা হল–

ক. কী পড়াবে– পরিকল্পনা গ্রহণ ও বিষয়বস্তু নির্বাচন
খ. কীভাবে পড়াবে– পদ্ধতি নির্বাচন
গ. পদ্ধতি প্রয়োগে কী কী তথ্য লাগবে– তথ্যের সমাবেশ
ঘ. প্রাপ্ত তথ্যাবলির শ্রেণিকরণ– তথ্যের বিশ্লেষণ
ঙ. পাঠদানের পরিকল্পনা গ্রহণ– পাঠ পরিকল্পনা তৈরি
চ. পাঠ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন– পাঠদান ও ফলাবর্তন।

পর্ব– ঙঃ কার্যক্রমের ছক তৈরি

প্রিয় শিক্ষার্থী, কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির নির্দিষ্ট বিষয়ের কার্যক্রমের ছক তৈরিতে বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্যের সাথে সমন্বয় রেখে কার্যক্রমের ছক তৈরি করতে হয়। নিচে ৭ম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের কার্যক্রমের একটি তৈরি ছক উপস্থাপন করা হলো।

কার্যক্রমের ছকঃ সপ্তম শ্রেণিঃ সামাজিক বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি	ইউনিট শিরোনাম	পাঠ্য বিষয়	পিরিয়ড
ইউনিট- ১	পরিবেশ ও সমাজ	সমাজবিজ্ঞান	২
ইউনিট- ২	পরিবার	সমাজবিজ্ঞান	১
ইউনিট- ৩	সামাজিক প্রথা ও প্রচলিত রীতিনীতি	সমাজবিজ্ঞান	১
ইউনিট- ৪	ধর্ম	সমাজবিজ্ঞান	৩
ইউনিট- ৫	মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশ	ইতিহাস	২
ইউনিট- ৬	তুর্কী, খলজী, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী শাসন	ইতিহাস	৩
ইউনিট- ৭	মুঘল ও শূর শাসন	ইতিহাস	৪
ইউনিট- ৮	মধ্যযুগে বাংলাদেশ	ইতিহাস	২
ইউনিট- ৯	সোনারগাঁও এ ফকরউদ্দিন মুবারক শাহী শাসন	ইতিহাস	৫
ইউনিট- ১০	বাংলাদেশে মুঘল শাসন	ইতিহাস	৫
ইউনিট- ১১	রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপাদান ও কার্যাবলি	পৌরনীতি	৩
ইউনিট- ১২	নাগরিকতা, সুনাগরিকের গুণাবলি, অধিকার ও কর্তব্য	পৌরনীতি	২
ইউনিট- ১৩	বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন	পৌরনীতি	২
ইউনিট- ১৪	সরকার ও সরকারের শ্রেণিবিভাগ, সরকারের অঙ্গসমূহ	পৌরনীতি	৩
ইউনিট- ১৫	অর্থনীতির তিনটি মৌল বিষয়: চাহিদা, যোগান ও উৎপাদন	অর্থনীতি	৩
ইউনিট- ১৬	আফ্রিকা মহাদেশ	ভূগোল	৮
ইউনিট- ১৭	অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	ভূগোল	৫
ইউনিট- ১৮	বাংলাদেশ	ভূগোল	৫
ইউনিট- ১৯	পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা পরিস্থিতি	ভূগোল	৩
			৫০

প্রিয় শিক্ষার্থী, এবার আপনি উল্লিখিত ছকটি মনোযোগ সহকারে পড়ে ৮ম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের একটি কার্যক্রম ছক তৈরি করুন।

কার্যক্রমের ছক: শ্রেণি: অষ্টম বিষয়: সামাজিক বিজ্ঞান

ইউনিট	ইউনিট শিরোনাম	পাঠ্য বিষয়	পিরিয়ড

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৩**

মূল শিখনীয় বিষয়
কার্যক্রম নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন–

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক
২. বাস্তবসম্মত
৩. অংশগ্রহণমূলক
৪. কল্যাণকর
৫. অর্জনযোগ্য
৬. সময়ানুবর্তিতা।

প্রত্যেক শিক্ষক ব্যক্তিত্বের দিক থেকে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য সংবলিত হন। সকল শিক্ষকের রয়েছে নিজস্ব শেখানোর ধরন। আবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীরও রয়েছে নিজস্ব শেখার ধরন। প্রকৃত শিক্ষণ পরিস্থিতিতে শিক্ষকের শেখানো ও শিক্ষার্থীর শিখন ধরনের মাঝে কোনো কোনো সময় বিস্তর ফাঁক থেকে যায়। সুতরাং এদের মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হলে ফলপ্রসূ শিক্ষা হয় না। শেখার আগ্রহ, মেধা, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি শিক্ষার্থীভেদে ভিন্ন হয়। তাই শিখনের ধরন নির্ণয় করা বেশ কঠিন। শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, সামর্থ্য ও পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর এটি নির্ভরশীল। অপরদিকে শেখানোর ধরন নিম্নের উপাদানগুলোর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে।

- শ্রেণিকক্ষে কাজের প্রকারভেদ
- শ্রেণিকক্ষের সংগঠন
- উপকরণের ব্যবহার
- শিক্ষার্থীদের দল গঠন ও বিন্যাস
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর ভূমিকা
- শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত নির্ণায়ক
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কথা বলার প্রকৃতি ও পরিমাণ।

শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কোনো পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং অন্যান্য পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। শুধু একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ অংশ শিক্ষাদান সম্ভব নয়। প্রয়োজনমতো বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে পাঠদানকে সফল করা যায়। প্রত্যেক শিক্ষককে উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করতে গিয়ে কম-বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষক

পদ্ধতি নির্বাচনকালে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে পারেন। কারণ এগুলো পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে।

- শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতা/প্রশিক্ষণ
- শিক্ষকের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান
- শিক্ষকের আগ্রহ, মনোভাব ও মূল্যবোধ
- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও আগ্রহ
- শ্রেণিকক্ষের ভৌত সুবিধা ও শিখন পরিবেশ
- শিক্ষা উপকরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা
- ক্লাস বা পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য
- বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকর্মীদের সহযোগিতা।

মূল্যায়ন

১. একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার কার্যক্রম নির্বাচনে যেসব দিক বিবেচনায় রাখতে হয় তার একটি ধারাবাহিক বিবরণ দিন।
২. শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যগুলো কী? এগুলো কেন অনুসরণ করা উচিত?
৩. শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম নির্বাচনে কোন উপাদানগুলোর প্রভাব রয়েছে এবং কেন?
৪. কেন বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়ে পাঠ দেওয়া উচিত?

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

সতীর্থ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় নিজে করুন।

পর্ব- খ

- শ্রেণিকক্ষে কাজের প্রকারভেদ
- শ্রেণিকক্ষের সংগঠন
- উপকরণের ব্যবহার
- শিক্ষার্থীদের দল গঠন ও বিন্যাস
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর ভূমিকা

- শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত নির্ণায়ক
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কথা বলার প্রকৃতি ও পরিমাণ।

পর্ব- ঘ

নিজে করুন।

পর্ব- ঙ

নিজে করুন।

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৪**

সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য উপকরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা

ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি বাংলাদেশের নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের একটি আবশ্যিক পাঠ্যবিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রম কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের অন্যতম প্রধান উপকরণ হলো– পাঠ্যপুস্তক। এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের উপকরণ শিক্ষণ-শিখনের কাজে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে আনন্দদায়ক, কার্যকর, সুপরিকল্পিত, বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে উপকরণের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অধিকসংখ্যক ইন্দ্রিয়কে শিখনের কাজে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শিখনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। শিক্ষা উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে–

- দর্শনমূলক উপকরণ
- শ্রবণমূলক উপকরণ
- শ্রবণ-দর্শনমূলক উপকরণ
- ছাপানো বা মুদ্রিত উপকরণ
- ছাত্র-শিক্ষক উপকরণ।

বর্তমান অধিবেশনে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উপকরণের প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক চিহ্নিত করতে এবং এর সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক না থাকার অসুবিধা ও পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহৃত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উপকরণসমূহের নাম ও মুদ্রিত উপকরণের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণের সংজ্ঞা এবং শিক্ষোপকরণের শ্রেণি-বিভাজন বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের জন্য উপকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞা নিরূপণ

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, আপনারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রণীত সামাজিক বিজ্ঞান এবং অন্যান্য কয়েকটি পুস্তক হাতে নিন। ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইটিকে আপনি যে কারণে একটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচনা করছেন তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করুন এবং নিচের ছকটিতে লিখুন। একটি উদাহরণ আপনার বোঝার সুবিধার জন্য উল্লেখ করা হলো। অতঃপর পাঠ্যপুস্তক এর সংজ্ঞাটি নিজের মতো করে লিখুন।

১. ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটির ওপর শ্রেণির নাম মুদ্রিত দেখে বোঝা গেল এটি ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক।
২.
৩.
৪.

পর্ব- খঃ মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক না থাকার অসুবিধা ও পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, ভেবে নিন যে আপনারা নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান আপনাদের একটি পাঠ্যবিষয় হিসেবে রয়েছে, কিন্তু বিষয়টির কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। পাঠ্যপুস্তক না থাকা অবস্থায় আপনারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন সেগুলো নিচের ছকটিতে লিখুন। আপনাদের জন্য নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

পাঠ্যপুস্তক না থাকার অসুবিধাসমূহ–

- পাঠ্যপুস্তক না থাকার কারণে মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সুষ্ঠু ও সুনিপুণভাবে ক্লাশে উপস্থাপন করা যায় না।
-
-
-
-
-
-

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এতক্ষণ আপনারা পাঠ্যপুস্তক না থাকায় অসুবিধাগুলো নিয়ে ভেবেছেন এবং শনাক্ত করেছেন। এখন আপনারা শিক্ষোপকরণ হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিচের ছকে লিখুন। একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

- পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট পরিসরে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব।
-
-
-
-
-

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহৃত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উপকরণগুলোর নাম এবং মুদ্রিত উপকরণের প্রয়োজনীয়তা যাচাইকরণ

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রিত উপকরণ ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, আপনারা নিচের ছকে মুদ্রিত কয়েকটি উপকরণের নাম লিখুন। একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে প্রয়োজনীয় মুদ্রিত উপকরণের নাম–

- পাঠ্যপুস্তক
-
-
-
-

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মুদ্রিত উপকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনারা মুদ্রিত উপকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটু ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন। একটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

- মুদ্রিত উপকরণ পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে শিখনে সাহায্য করে।
-
-
-
-

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য মুদ্রিত উপকরণ ব্যতীত বিভিন্ন ধরনের অমুদ্রিত উপকরণ ব্যবহার করা হয়। আপনারা কয়েকটি অমুদ্রিত উপকরণের নাম নিচের ছকে লিখুন। আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

- যাদুঘরসমূহ (মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, জাতীয় যাদুঘর, সেনা যাদুঘর প্রভৃতি)
-
-
-
-

পর্ব- ঘঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণের সংজ্ঞা নির্ণয়করণ এবং শিক্ষোপকরণের শ্রেণিবিভাজন

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের জন্য যেসব সাহায্যকারী জিনিস ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষোপকরণ বলা হয়। এসব শিক্ষোপকরণের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। যেমন– কিছু শিক্ষোপকরণ রয়েছে যেগুলো শুনে শিক্ষা লাভ করা যায় সেগুলোকে শ্রবনমূলক শিক্ষোপকরণ বলা হয়। আপনারা সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষোপকরণের একটি সংজ্ঞা এবং শ্রেণি-বিভাজন সম্পর্কে ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন।

শিক্ষোপকরণের সংজ্ঞা:   শিক্ষোপকরণের শ্রেণিবিভাগ:

পর্ব- ঙঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার্থীগণ, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষোপকরণ কেন প্রয়োজন এ সম্পর্কে আপনারা এখন ধারণা করতে পারছেন। ইতোমধ্যে আপনাদের সঞ্চিত ধারণা থেকে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে উপকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিচের ছকে লিখুন।

•
•
•
•
•
•

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করা হয়। একজন শিক্ষার্থী পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে পরিচয় লাভ করে এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জিত হয় তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দীর্ঘস্থায়ী জ্ঞান অর্জনের জন্য অধিক সংখ্যক সম্ভাব্য উপকরণ ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। উপকরণগুলো হলো–

- দর্শনমূলক উপকরণ
- শ্রবণমূলক উপকরণ
- শ্রবণ-দর্শনমূলক উপকরণ
- ছাপানো বা মুদ্রিত উপকরণ
- ছাত্র-শিক্ষক উপকরণ।

মুদ্রিত উপকরণের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে পাঠ্যপুস্তক।

সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক শনাক্ত করা ও সংজ্ঞা নিরূপণ

ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকটি হাতে নিয়ে একজন শিক্ষার্থী বুঝতে পারবেন যে এটি ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য লিখিত। কারণ এর মলাটে ষষ্ঠ শ্রেণি লেখা রয়েছে এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর নাম মুদ্রিত রয়েছে। এছাড়া পাঠ্যপুস্তকটির মলাটের ওপর মধ্য প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের ছবি, নব্য প্রস্তর যুগে কৃষি কাজে ব্যবহৃত লাঙ্গল (চোখা লাঠির মতো), কোদাল, কাস্তে এবং ময়নামতির শালবন বিহার (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)–এর মূল মন্দিরের ছবি, পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু প্রভৃতি দেখে পুস্তকটিকে ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে শনাক্ত করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণার্থীগণ সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্বে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে অন্যান্য বিষয়ের বিষয়বস্তু থেকে আলাদা করতে সক্ষম হতে পারেন।

মলাটের মুদ্রিত ছবি, মুদ্রণ, ভেতরের বিষয়বস্তু প্রভৃতি দেখে সপ্তম, অষ্টম এবং নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলোকেও শনাক্ত করা যেতে পারে।

সামাজিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান নির্দেশনা সামগ্রী হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি বা স্তরের পাঠ্যক্রমে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর মেধা, যোগ্যতা, অভিরুচি, বয়স, চাহিদা ও পরিণমনের প্রতি খেয়াল রেখে, শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে সহজতর ও ফলপ্রসূ করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞান-এর নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি মোতাবেক প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত ও বিষয়বস্তু সংবলিত সুলিখিত, সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত পুস্তককে সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক বলে।

উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণও পাঠ্যপুস্তককে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন।

পাঠ্যপুস্তক না থাকার অসুবিধা–

- পাঠ্যপুস্তক না থাকার কারণে মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সুষ্ঠু ও সুনিপুণভাবে ক্লাশে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না।
- শ্রেণিতে পাঠদান অনেক সময় তথ্য সংবলিত হয় না।
- শিক্ষকের পক্ষে ব্যাপক বিষয়বস্তু আহরণ, গবেষণা করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা সম্ভব হয় না।
- শিক্ষকগণ বিভিন্ন পাঠ্যসামগ্রী থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে কেবল বক্তৃতা পদ্ধতিতে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে পারেন। এতে অন্যান্য শিক্ষাদান পদ্ধতি উপেক্ষিত থেকে যায়।
- শিক্ষকদের বক্তব্য শিক্ষার্থীগণ আংশিকভাবে মনে রাখতে পারে।
- শিক্ষার্থীগণ নিজ গৃহে পাঠাভ্যাসের সুযোগ পায় না।
- পাঠ্যপুস্তকের অভাবে এবং স্কুলগুলোতে উপযুক্ত গ্রন্থাগার না থাকায় শিক্ষার্থীগণ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে পারে না।
- মেধাবী, কম মেধাবী ও পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থী সকলেই জ্ঞানার্জনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যসূচি শেষ করা যায় না এবং পাঠের মান বজায় থাকে না।
- জ্ঞানার্জন বিঘ্নিত হয় এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
- শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণির বাইরে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রস্তুতি যথার্থ হয়ে ওঠে না।
- শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি, মূল্যায়ন, পরীক্ষার জন্য শিক্ষককে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা–

- পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট পরিসরে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব।
- শিক্ষাক্রমে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে বিষয়বস্তু সম্পর্কযুক্ত হয়।
- পাঠ্য বিষয়ের মৌলিক কাঠামো, ধারণা, নীতি সম্পর্কে বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
- পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর সোপান সুবিন্যস্তভাবে তৈরি করা যায়।
- এতে জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন, যুক্তিসিদ্ধ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়।
- তথ্য সংবলিত ও সুলিখিত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকের শিক্ষাদানে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে।
- শিক্ষকের বক্তৃতার বিষয়বস্তুর পরিপূরক হিসেবে পাঠ্যপুস্তক অবদান রাখে।
- শিক্ষার্থীদের নিজ গৃহে পাঠের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
- শ্রেণিতে শিক্ষকের উপস্থাপিত বিষয়বস্তু কিছুটা ভুলে গেলেও জ্ঞানার্জনে সমস্যা হয় না।
- পাঠ্যপুস্তক বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, বই থেকে সংগৃহীত তথ্য, উপাত্ত ও তত্ত্বের অভাব পূরণে সক্ষম।
- এতে সরকারের নির্দিষ্ট সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচি মোতাবেক বিষয়বস্তু সংগৃহীত ও সংযোজিত হয়। ফলে পাঠ্যপুস্তকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয় না এবং তত্ত্ব ও তথ্য ভারাক্রান্ত হয় না।
- শিক্ষার্থীর বয়স, যোগ্যতা, প্রয়োজন ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখে রচনা করা হয় বলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন সহজ হয়।
- সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য ভাষায় বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ফলে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।
- প্রত্যেকটি শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সুলিখিত পাঠ্যপুস্তকে পূর্বের শ্রেণির তুলনায় শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ থাকে।
- পাঠ্যপুস্তককে ভিত্তি করে পাঠ চর্চায় অগ্রসর হলে শিক্ষণ-শিখন কাজের পারম্পর্য রক্ষিত হয়।
- সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে ব্যাপক বিষয়াদি এক একটি শীর্ষে, উপশীর্ষে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু বুঝতে পারে।
- বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে এবং পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে অনুশীলনী ও বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া থাকে, ফলে শিক্ষার্থীগণ স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে পারে।
- মেধাবী, স্বল্প মেধাবী ও পশ্চাৎপদ সকল শিক্ষার্থী উপকৃত হয়।
- নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যসূচি শেষ করতে ও পরীক্ষা গ্রহণে সহায়তা করে।

- অনেক শিক্ষার্থীকে স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে পাঠদান করা সম্ভব হয়।
- ছবি, মানচিত্র, চার্ট, সারণি প্রভৃতি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
- শিক্ষার্থীগণ কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈপুণ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে প্রয়োজনীয় মুদ্রিত উপকরণসমূহের নাম–

- পাঠ্যপুস্তক
- ব্রোশিয়ার
- গবেষণা পত্রিকা
- সংবাদপত্র
- সাময়িকী
- পরিকল্পনা কমিশনের প্রকাশনা
- পরিসংখ্যানগত প্রকাশনা
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রকাশনা
- বিভিন্ন ধরনের মুদ্রিত দৃশ্য উপকরণ (যেমন– মানচিত্র, ছবি, চার্ট, নকশা প্রভৃতি)।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মুদ্রিত উপকরণের প্রয়োজনীয়তাঃ

- পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে শিখনে সাহায্য করে।
- শিক্ষণ-শিখনকে তত্ত্ব ও তথ্যনির্ভর করে।
- শিখনের গভীরতা বৃদ্ধি করে।
- শিখনকে যুগোপযোগী করে তোলে।
- বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সমাজের সাথে শিখনকে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষককে সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত করে তোলে।
- শিক্ষার্থীর নিকট প্রশিক্ষক বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেন।
- প্রশিক্ষকের পাঠ উপস্থাপন সহজ হয়।
- শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষার বিষয়বস্তু আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয় ও বোধগম্য হয়ে ওঠে।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে সহায়ক।
- প্রশিক্ষকের জ্ঞানপিপাসা নিবারণে উপযোগী।
- পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মুদ্রিত উপকরণ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে নীরব তত্ত্বাবধায়কের কাজ করে।
- প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থীকে দক্ষ ও যোগ্য করে তোলে।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অমুদ্রিত উপকরণসমূহের নাম:

- জাদুঘরসমূহ (মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতীয় যাদুঘর, সেনা যাদুঘর প্রভৃতি)
- ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনসমূহ (মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, জাতীয় শহীদ মিনার প্রভৃতি)
- বিভিন্ন শিল্প ও কৃষি উৎপাদন কেন্দ্র
- ব্যবসায় কেন্দ্র
- লাইব্রেরি
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ
- নানা প্রকার মুদ্রা
- শিলালিপি
- শিক্ষা ভ্রমণ
- গ্লোব, মডেল
- নাটক
- বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- বিতর্ক অনুষ্ঠান
- রেডিও, টিভি, ভিসিআর
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী প্রভৃতি।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ নিচে উল্লেখ করা হলো:

শিক্ষোপকরণের সংজ্ঞা: শিক্ষোপকরণের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Teaching Aids. বাংলায় এর অর্থ হলো 'শিক্ষার জন্য সহায়ক বস্তু বা সাহায্যকারী জিনিস'। যে সকল শিক্ষাসহায়ক বস্তু সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষণ-শিখনের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদেরকে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষোপকরণ বলা হয়। যেমন– পাঠ্যপুস্তক, জার্নাল, বেতার, গ্রামোফোন, মানচিত্র, ছবি, টেলিভিশন, ভিসিআর প্রভৃতি।

শ্রেণিবিভাগ

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন–

ক. শ্রবণমূলক উপকরণ (Audio Aids)
খ. দর্শনমূলক উপকরণ (Visual Aids)
গ. শ্রবণ-দর্শনমূলক উপকরণ (Audio-Visual Aids)

- **শ্রবণমূলক উপকরণ (Audio Aids):** যে সকল উপকরণের সাহায্যে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কানে শুনে শিক্ষা লাভ করা যায় সেগুলোকে শ্রবণমূলক উপকরণ বলে। যেমন– বেতার, গ্রামোফোন, অডিও ক্যাসেট, টেপ রেকর্ডার, বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি।
- **দর্শনমূলক উপকরণ (Visual Aids):** যে সকল উপকরণের সহায়তায় সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু চোখে দেখে শিক্ষা লাভ করা যায় তাদেরকে দর্শনমূলক উপকরণ বলে। যেমন- চক বোর্ড, মডেল, সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যবই, গ্লোব, ছবি, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি।
- **শ্রবণ-দর্শনমূলক উপকরণ (Audio-Visual Aids):** যে সকল উপকরণের মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কানে শুনে ও চোখে দেখে শিক্ষা অর্জন করা যায় তাদেরকে শ্রবণ-দর্শনমূলক উপকরণ বলে। যথা– সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর ইত্যাদি।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে উপকরণের প্রয়োজনীয়তা–

- উপকরণ বিমূর্ত জ্ঞানকে সহজবোধ্য করে তোলে।
- অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষা গ্রহণ সহজ ও স্বাভাবিক হয়।
- শিক্ষাদান ও গ্রহণ হয়ে ওঠে সজীব ও স্বতঃস্ফূর্ত।
- কর্মমুখী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়।
- স্বল্পসময়ে শিক্ষালাভ করা যায়।
- অনেকগুলো বিষয় স্বল্প সময়ে শেখা যায়।
- শিক্ষা গ্রহণ আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়।
- অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষার মান প্রসারিত হয়।
- জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়।
- স্বল্প মেধাসম্পন্ন অংশগ্রহণকারীদের বিশেষভাবে সহায়তা করে।
- জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।
- পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, অংশগ্রহণকারীদের কল্পনা, ক্ষমতা ও দক্ষতার বিকাশ সাধিত হয়।
- শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- শিক্ষা গ্রহণে অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়।
- বাস্তব জিনিসের ধারণা লাভ করা যায়।
- শিক্ষা গ্রহণে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষা গ্রহণে একঘেয়েমি লাগে না।
- অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় ও কর্মঠ করে তোলে।
- ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।
- অংশগ্রহণকারীদের যুক্তিনির্ভর করে তোলে।

- সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ লাভ করে।
- অংশগ্রহণকারীদের চিন্তাশক্তি প্রসারিত হয়।

মূল্যায়ন

১. সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক বলতে কী বোঝায়?

২. সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক কীভাবে চিহ্নিত করা যায় তা বিবৃত করুন।

৩. মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক না থাকার কারণে শিক্ষার্থীগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো বর্ণনা করুন।

৪. আপনার মতে, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে পাঠ্যপুস্তকের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে– সেগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৫. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহৃত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উপকরণসমূহের তালিকা প্রস্তুত করুন।

৬. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে মুদ্রিত উপকরণের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৭. শিক্ষোপকরণ কী? শিক্ষোপকরণের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।

৮. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে উপকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

মূল শিখনীয় বিষয়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন পর্বে দেওয়া কাজগুলোর উত্তর বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। বিষযবস্তুগুলো ভালোভাবে পড়ুন এবং উত্তরগুলো খুঁজে বের করুন ও লিখুন।

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৫**

পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ শিখনের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগঃ প্রাকৃতিক সম্পদ

ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলো শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতা রয়েছে। এসব শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক নিজের পেশাগত মান উন্নয়নে সক্ষম হন। এসব শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি। বর্তমান সময়ে শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক তথা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন এবং তিনি বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল প্রয়োগ করেন। এতে শিক্ষক শুধু জ্ঞান দান করছেন এবং শিক্ষার্থীরা জ্ঞান গ্রহণ করছেন, তা নয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই এ ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকছেন। শিক্ষার্থীগণ নিজেদের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন করেন এবং প্রাপ্ত নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষকের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন। বর্তমান অধিবেশনে পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্য থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বনজ সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় জোড়ায় কাজ, প্রকল্প কাজ পদ্ধতি/কৌশল ব্যবহারের দক্ষতার প্রয়োগ করতে পারবেন।
- সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।
- দলীয় আলোচনা এবং তা উপস্থাপনে দক্ষতার প্রয়োগ করতে পারবেন।
- কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন।
- শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারণা সুস্পষ্টকরণে সক্ষম হবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উপযোগী পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতাসমূহ চিহ্নিতকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখন কাজে ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হয়। বর্তমান সময়ে শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয়। এসব পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে রয়েছে মাথা খাটানো বা চিন্তার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা, পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ, যুগলভাবে চিন্তা করা এবং তা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করা প্রভৃতি। শিক্ষার্থী বন্ধুগণ এবার পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতাসমূহের মধ্যে যেগুলো সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ উপযোগী সেগুলো নিচের ছকে লিখুন।

-
-
-
-
-
-

পর্ব- খঃ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বনজ সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় জোড়ায় কাজ, প্রকল্প কাজ পদ্ধতি/কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা দুজনে জোড়ায় আলোচনার মাধ্যমে একটি প্রশ্নের সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করুন। প্রশ্নটি হলো– বনজ সম্পদ বলতে কী বোঝায়? অতঃপর একক অথবা দলগতভাবে নিচের অনুসন্ধানমূলক/প্রকল্পের কাজটি সম্পন্ন করুন:

বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের যোগসূত্রতা বা সহসম্বন্ধ (Correlation) নির্ণয়করণ।

প্রথমে জোড়ায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীগণ কীভাবে শ্রেণিকক্ষে অথবা শ্রেণিকক্ষের বাইরে কাজ করবেন তা বিবৃত করুন। অতঃপর সংজ্ঞাটি নিচের ছকে লিখুন।

বনজ সম্পদ বলতে বোঝায়–

অত:পর বনভূমির পরিমাণ হ্রাসের সাথে আবহাওয়া পরিবর্তনের যোগসূত্রতা সম্পর্কে নিচের ছকে আপনাদের মতামত লিখুন।

পর্ব- গ: সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর কৌশলের প্রয়োগ

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, আপনারা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বনজ সম্পদ বিষয়টি পাঠদানের সময় নিচের প্রশ্নের অবতারণা করতে পারেন। প্রশ্নগুলো হলো–

(ক) বাংলাদেশের আয়তন কত?
(খ) বাংলাদেশের আয়তনের শতকরা কত ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
(গ) বাংলাদেশের আয়তনের শতকরা কত ভাগ বনভূমি রয়েছে?
(ঘ) বাংলাদেশে কেন বনভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে?
(ঙ) বনভূমি কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের আবহাওয়ার ওপর কী প্রভাব পড়ছে?
(চ) বনভূমি আমাদের কী কাজে লাগে? বনভূমি সংরক্ষণে আমাদের করণীয় কী?

তাছাড়া আপনি/আপনারা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের বনভূমির প্রকারভেদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরতে পারেন।

প্রশ্ন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের স্মরণমূলক প্রশ্নের পাশাপাশি যেন উচ্চ চিন্তা স্তরের প্রশ্নও জিজ্ঞেস করা হয়। একই প্রশ্ন যেন অযথা বার বার পুনরাবৃত্তি করা না হয়। এছাড়া সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করতে হবে। চিন্তামূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কিছুটা সময় দিতে হবে ও শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরকে গুরুত্ব দিতে হবে, তাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া কেবল বইয়ের বিষয়বস্তু থেকে হুবহু প্রশ্ন

করা উচিত নয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুখস্থ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ততা রেখে চিন্তা শক্তির বিকাশমূলক কিছুসংখ্যক উন্মুক্ত ধরনের প্রশ্ন করতে হবে। একজন উত্তর দেওয়ার পর উত্তরের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অন্যদের মতামত যাচাইমূলক প্রশ্নও করা যায়। শিক্ষার্থীদের উত্তর পাওয়ার পর শিক্ষক সম্পূরক আলোচনা করবেন ও বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

এবার উপরে বর্ণিত বিষয়ের ভিত্তিতে সামাজিক বিজ্ঞানের যেকোন বিষযবস্তুর ওপর ৫টি প্রশ্ন তৈরি করুন।

পর্ব- ঘঃ দলীয় আলোচনা এবং তা উপস্থাপনে দক্ষতার প্রয়োগ

শিক্ষাথীগণ, ভেবে নিন দল কী? দলীয় আলোচনা মানে কী? অতঃপর বাংলাদেশের ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি, ক্রান্তীয় পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন, স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন– এই তিন ধরনের বনভূমির অবস্থান নির্ণয়করণে শ্রেণিকক্ষে কী ধরনের দল গঠন ও দলীয় আলোচনা হতে পারে এবং দলীয় আলোচনা শেষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে কী ধরনের দক্ষতার প্রয়োগ করা যেতে পারে– ভেবে দেখুন। আপনার নোটবুকে অথবা খাতায় এ সম্পর্কে আপনার চিন্ত তুলে ধরুন।

পর্ব- ঙঃ কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস পদ্ধতির প্রয়োগ

কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস বলতে কী বোঝায়? এ প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে যে কোনো প্রশিক্ষণার্থীর মনে হতে পারে। বিষয়টি বোঝার জন্য ধরে নেওয়া যাক, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি শ্রেণিতে ২৫জন শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রতি ৫জন নিয়ে একটি দল গঠন করা হলো। অতঃপর শ্রেণিতে আজকের অধিবেশনে যে বিষয়বস্তু আলোচনা করা হবে সে বিষয়বস্তুকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। বিভক্তিকৃত বিষয়বস্তুর ৫টি অংশ পাঁচটি দলকে পড়তে এবং নিজেদের মাঝে আলোচনা, পর্যালোচনা করতে দেওয়া হলো। বিষয়টি ভালোভাবে জানার এবং বোঝার পর প্রতি দলের ১জন করে শিক্ষার্থী নিয়ে নতুন আর একটি দল গঠন করা হলো। গঠনকৃত নতুন দলটিতে ৫জন শিক্ষার্থী ৫টি দল থেকে এসেছে এবং প্রত্যেকে বিষয়বস্তুর আলাদা

আলাদা অংশ সম্পর্কে জেনে এসেছে। এ পর্যায়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ জানা বিষয়বস্তু সম্পর্কে অন্যদের ধারণা প্রদান করবেন। এতে প্রত্যেক দলের সদস্যগণ নির্ধারিত ৫টি বিষয় সম্পর্কে অবগত হবেন এবং দলগত আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, এবার বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক থেকে বাংলাদেশের তিন প্রকার বনভূমির প্রত্যেক প্রকার ভালোভাবে পড়ে সংশ্লিষ্ট বনভূমির পরিমাণ, বনভূমি এলাকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ও প্রাপ্ত বনজ সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস পদ্ধতিটি প্রয়োগের রূপরেখা নিচের ছকে উপস্থাপন করুন।

পর্ব- চঃ শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারণা সুস্পষ্টকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এতক্ষণ আপনারা সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে প্রয়োগযোগ্য বিভিন্ন পদ্ধতি/কৌশল ও দক্ষতা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। ধরে নিন এ সকল পদ্ধতি/কৌশল ও দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যবহার করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগ সংক্রান্ত আপনার অর্জিত ধারণার আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন।

প্রশ্নঃ

ক. বাংলাদেশের বনজ সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছে কি?

খ. কিছুক্ষণ পূর্বে বাংলাদেশের বনজ সম্পদ বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় কী কী পদ্ধতি/কৌশল ও দক্ষতার ব্যবহার করা হয়েছে?

গ. এসব পদ্ধতি/কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগের ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা সক্রিয় নাকি নিষ্ক্রিয় ছিল?

ঘ. সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কি একই পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করে শিক্ষণ-শিখন কাজ পরিচালনা করা সম্ভব? সম্ভব না হলে কেন নয়? সম্ভব হলে তা কীভাবে উদাহরণ দিন।

ঙ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ কীভাবে ব্যবহার করবেন?

ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঙ.

ইউনিট- ৩ **অধিবেশন- ১৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

পেশাগত বিষয়াবলিতে বর্ণিত সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতার প্রয়োগঃ প্রাকৃতিক সম্পদ

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। এ সকল পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা হলো-

- মাথা খাটানো বা চিন্তার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা
- মাইন্ড ম্যাপিং বা মন/স্মৃতি মানচিত্র
- দলীয় কাজ বা দলীয় আলোচনা
- দলীয় প্রকল্প/অনুসন্ধান
- জোড়ায় কাজ
- সতীর্থ শিক্ষণ
- একক কাজ
- ভূমিকাভিনয়
- পোস্টবক্স
- অবিরাম পদ্ধতি
- কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস
- সমস্যা সমাধান
- সাক্ষাৎকার
- অণুশিক্ষণ
- ছদ্মশিক্ষণ
- যুগলভাবে চিন্তা করা এবং তা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করা
- মৌখিক প্রশ্নকরণ
- শূন্যস্থানে তথ্য বসানো
- পর্যবেক্ষণ
- গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন
- তালিকাকরণ
- প্রত্যক্ষীকরণ
- ক্রম অনুযায়ী সাজানো
- শ্রেণি বিন্যস্তকরণ
- ভুল চিহ্নিতকরণ
- সত্য বা মিথ্যা নির্ণয়করণ
- পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যসূচির প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বনজ সম্পদ বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় যে সকল পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ করা যেতে পারে তা হচ্ছে– জোড়ায় কাজ, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় আলোচনা, কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস, দলীয় বা জোড়ায় কাজের উপস্থাপন প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বনজ সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় জোড়ায় কাজ ও প্রকল্প কাজ পদ্ধতি/কৌশল প্রয়োগের দক্ষতাঃ

বনজ সম্পদ বলতে কী বোঝায়? প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য দু'জন শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অথবা শ্রেণিকক্ষের বাইরে কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন হবে পূর্বজ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পাঠ্যপুস্তক, গবেষণা পত্রিকা, ব্রোশিয়ার, জার্নাল প্রভৃতি। এ সকল উপকরণ থেকে বনজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু দু'জন শিক্ষার্থী আলাদাভাবে পড়তে পারেন এবং পড়ার পর প্রত্যেক শিক্ষার্থী বনজ সম্পদের যে যে ধারণার সাথে পরিচিত হলেন তা অন্য জনকে বর্ণনা করতে পারেন। এরপর অন্য শিক্ষার্থীরাও বনজ সম্পদ সম্পর্কে প্রাপ্ত ধারণা তাদের সহপাঠীদেরকে বর্ণনা করবেন। দু'জনের প্রাপ্ত ধারণার মিল এবং অমিলগুলো চিহ্নিত করে এবং আলোচনার মাধ্যমে বনজ সম্পদের একটি সংজ্ঞায় উপনীত হবেন।

স্বাভাবিকভাবে কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের যে অসংখ্য বৃক্ষের সমারোহ দেখা যায় তাকে অরণ্য বা বনভূমি বলে। বনভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে বনজ সম্পদ বলে। বাংলাদেশের বনজ সম্পদগুলো হলো– গর্জন, জারুল, সুন্দরী প্রভৃতি বৃক্ষ ও কাঠ এবং ছন ও গোলপাতা। এছাড়া রয়েছে বাঘ, হরিণ, কুমির, সাপ ও নানা প্রকার পাখি। মধু, মোম এবং ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নানা ধরনের লতাপাতাও বনজ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

অনুসন্ধানমূলক বা প্রকল্প কাজঃ বাংলাদেশে বনের পরিমাণ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের যোগসূত্রতা নামক প্রকল্পটির কাজ সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন ধরনের তথ্যসূত্র শনাক্ত করবেন। পরিবেশবিদ, আবহাওয়াবিদ, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নাগরিক, কৃষক প্রভৃতি নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে পারেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎস ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে এবং তা শ্রেণি শিক্ষকের সভাপতিত্বে শ্রেণিতে উপস্থাপন করা যেতে পারে। নিচে কিছু তথ্য দেওয়া হলো–

বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিশুদ্ধ পরিবেশ রক্ষার জন্য মোট আয়তনের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার। সে

হিসেবে বাংলাদেশে ৩৬,৮৯২.৫ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০০৬–এর তথ্যানুসারে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ২৫,৯৭২.৫২ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি রয়েছে। এই পরিমাণ বনভূমি হলো বাংলাদেশের আয়তনের শতকরা ১৭.৬০ ভাগ। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় ৭.৪০% বনভূমি কম রয়েছে। এই কম বনভূমি থাকার কারণে বাংলাদেশ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হচ্ছে। এসকল দুর্যোগ হলো (অবশ্য এসব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক পরিবর্তনেরও প্রভাব রয়েছে)–

- আবহাওয়ার পরিবর্তন
- অকাল বন্যা
- ফসলহানি
- ঘূর্ণিঝড় (যেমন– সিডর)
- স্থানীয় প্রজাতির বিভিন্ন পশু পাখি বিলীন হওয়া
- খরা
- মরুকরণ
- নানা ধরনের নতুন নতুন রোগ ব্যাধি সৃষ্টি
- ভূমিক্ষয়
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি
- কাঠ ও ওষুধ তৈরির উপকরণ ও অন্যান্য সম্পদ হ্রাস প্রভৃতি।

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর কৌশলের প্রয়োগ

প্রশ্নোত্তর হলো শিক্ষণ-শিখন কাজে ব্যবহৃত একটি প্রাচীন ও বহুল ব্যবহৃত কৌশল। এতে শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থীগণ নিজেদের অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতার মাপকাঠিতে প্রশ্নের উত্তর দেন। গ-পর্বে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর ইতোমধ্যে আপনারা পেয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা

উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের বনভূমি ৩ প্রকার। যথা–

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি।
২. ক্রান্তীয় পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি।
৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

দলীয় আলোচনা ও তা উপস্থাপনে দক্ষতার প্রয়োগ

একটি শ্রেণিতে অনেক শিক্ষার্থী থাকতে পারে। কোনো বিষয়বস্তু আলোচনার জন্য একজন শিক্ষক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারেন। ভাগ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যেমন– প্রথম পাঁচটি বিজোড় সংখ্যার ক্রমিক সংখ্যাধারীরা মিলে একদল, প্রথম পাঁচটি জোড় সংখ্যার ক্রমিক সংখ্যাধারীরা মিলে অন্যদল এভাবে হতে পারে। অথবা অন্য কোনো কৌশলও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রত্যেক দলে সবল, দুর্বল ও মধ্যম পর্যায়সহ সকল স্তরের শিক্ষার্থীর প্রতিনিধিত্ব থাকে। এভাবে বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একত্রিত করাকে দল বলা হয়।

দলের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে পড়ে প্রাপ্ত নিজ নিজ ধারণাকে অন্যান্য সদস্যের সম্মুখে আলোচনা করবেন। এভাবে দলের সকল সদস্যের আলোচনার মাধ্যমে অস্পষ্ট বিষয়গুলো দলের সকল সদস্যের নিকট বোধগম্য হয়ে ওঠে; দলের সকল সদস্য জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতায় বলীয়ান হয়ে ওঠে। দলের সকল সদস্যের এ ধরনের আলোচনাকে দলীয় আলোচনা বলা হয়। এটি একটি অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ আনন্দঘন ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।
বাংলাদেশের ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি, ক্রান্তীয় পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন এবং স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন-এর অবস্থান নির্ণয়করণে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে বাংলাদেশের বনাঞ্চল চিহ্নিত মানচিত্র এবং একই স্কেলে অঙ্কিত বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র ব্যবহার করতে পারেন। এতে দলের সদস্যগণ দুটি মানচিত্র থেকে মিলিয়ে বনাঞ্চলগুলোর উপর্যুক্ত অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা মানচিত্রে বনাঞ্চলগুলোর অবস্থান দেখাতে পারেন। এভাবে দলীয় আলোচনা এবং মানচিত্রের সাহায্যে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার প্রয়োগ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস পদ্ধতি প্রয়োগের রূপরেখা

শ্রেণিতে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে তিনটি দল গঠন করা হবে। প্রত্যেক দলকে নবম ও দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক থেকে বাংলাদেশের তিন প্রকার বনভূমির একটি প্রকার ভালোভাবে পড়তে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট বনভূমির পরিমাণ, বনভূমি এলাকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ও বনভূমি এলাকায় প্রাপ্ত বনজ সম্পদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে বলা হবে। গঠনকৃত তিনটি দলের প্রত্যেক দল থেকে একজন করে শিক্ষার্থী নিয়ে নতুন দল গঠন করা হবে। এই নতুন দলের প্রতি সদস্য তাদের পূর্ববর্তী দলে সম্পন্ন করা কাজ থেকে প্রাপ্ত ধারণা অন্যদের বুঝিয়ে দেবেন। এতে নতুন প্রতি দলের প্রতি সদস্য নির্ধারিত তিনটি কাজ

সম্পর্কে অবগত হবেন এবং দলগত আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন এবং এভাবে কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ক. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি

- **বনভূমির পরিমাণঃ** চট্টগ্রামে ২,৬০১ বর্গ কিলোমিটার, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবানে ১০,৫৪৪ বর্গ কিলোমিটার এবং সিলেটে ৯৫৭ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে এ বনভূমি বিস্তৃত।
- **জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যঃ** পার্বত্য অঞ্চলের যে সকল এলাকায় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৫০ সেন্টিমিটার এবং তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস– এর অধিক সেখানে এ বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে।
- **বনজ সম্পদঃ** ময়না, তেলসুর, চাপালিস, গর্জন, গামার, জারুল, কড়ই, বাঁশ, বেত, হোগলা প্রভৃতি জন্মে। এ বনে নানা প্রকার পশুপাখি পাওয়া যায় এবং মধু ও মোম সংগ্রহ করা হয়।

খ. ক্রান্তীয় পত্রপতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন

- **বনভূমির পরিমাণঃ** এ বনভূমির আয়তন ১,৩৩৮ বর্গ কিলোমিটার।
- **বনজ সম্পদঃ** এ বনাঞ্চলের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ বৃক্ষই শাল বা গজারী। এছাড়া ছাতিম, কুর্চি, কড়ই ও হিজল গাছ জন্মে।

গ. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন

- **বনভূমির পরিমাণঃ** এ বনভূমির আয়তন ৬,৪৭৪ বর্গ কিলোমিটার। বেশির ভাগই সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। মাত্র ৯৫ বর্গ কিলোমিটার পটুয়াখালী ও বরগুনায় অবস্থিত।
- **বনজ সম্পদঃ** সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া, ধুন্দল, পশুর, বায়েন ইত্যাদি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এছাড়া ছন, গোলপাতা এবং মধু, মোম ও ওষুধ তৈরির বনজ লতাপাতা সুন্দরবন থেকে সংগ্রহ করা হয়। বাঘ, হরিণ, কুমির, সাপ ও নানা প্রকার পাখি বাস করে।

মূল্যায়ন

১. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহার উপযোগী পদ্ধতিসমূহের নাম লিখুন।
২. সামাজিক বিজ্ঞানের নির্বাচিত কোনো বিষয়বস্তুতে জোড়ায় কাজ ও প্রকল্প কাজ পদ্ধতি/কৌশল প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৩. সামাজিক বিজ্ঞানের নির্ধারিত কোনো বিষয়বস্তুতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর কৌশল প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৪. কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়? দলীয় আলোচনা বলতে কী বোঝায়– ব্যাখ্যা করুন।

৫. বিদ্যালয়ের কোনো শ্রেণিতে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি/কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারণা কীভাবে সুস্পষ্ট করা যেতে পারে– আপনার মতামত বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং, মানচিত্র পাঠ, সতীর্থ শিখন, ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমন, পর্যবেক্ষণ, কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি।

পর্ব- খ

কোন নিদিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য বৃক্ষের সমারোহকে বনভূমি বলে।

দ্বীতিয় কাজটি নিজে অথবা সতীর্থ শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে সম্পন্ন করুন।

পর্ব গ, ঘ ও ঙ

নিজে করুন

পর্ব- চ

শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগের ধারণা সুস্পষ্ট করার রূপরেখা

- বাংলাদেশের বনজ সম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছে।
- বাংলাদেশের বনজ সম্পদ নামক বিষয়বস্তুর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় যে সকল পদ্ধতি/কৌশল ও দক্ষতার প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:
- প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, জোড়ায় কাজ, প্রকল্প পদ্ধতি/কৌশল, দলীয় আলোচনা, দলীয় উপস্থাপন, দলগঠন, কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস, মাথা খাটানো, আলোচনা, শ্রেণিকরণ প্রভৃতি।
- এসব পদ্ধতি/কৌশল প্রয়োগে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় ও প্রাণবন্ত ছিল।
- সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ বিষয়বস্তুর ধরণ অনুযায়ী পদ্ধতি/কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করবেন ক্লাশ পরিচালনাকারী শিক্ষক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ভূগোল বিষয়ের মানচিত্র অঙ্কনে এক ধরনের পদ্ধতি/কৌশল ব্যবহার করতে হবে আবার সৌরজগতের বিষয়বস্তুতে অন্য ধরনের পদ্ধতি/কৌশল ও দক্ষতার প্রয়োগ করতে হবে এবং বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা নামক বিষয়বস্তুতে অন্য ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। যদিও বিবৃত বিষয়বস্তুসমূহের সবগুলোই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে দল গঠন, প্রকল্প কাজ প্রভৃতি পদ্ধতি/কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।